বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫

(০১ জুলাই ২০২৪ - ৩০ জুন ২০২৫)

নারীপক্ষ

নীলু স্কয়ার, বাড়ী- ৭৫, সড়ক- ৫/এ, সাত মসজিদ রোড, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ০২-৪১০২৩৯৮৫-৮৭

সূচিপত্র

বিষয়	পাতা নং
সভানেত্রীর কথা	০১
নারীপক্ষ'র পরিচিতি	০২
নারীপক্ষ'র অর্জনসমূহ	০৩
ক. নিয়মিত সভা কর্মসূচিসমূহ	**০৪-০৯**
১. সংগঠনের সভাসমূহ	০৪
২. আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার	০৪
৩. আন্তর্জাতিক নারী দিবস	০৫
৪. নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস	০৬
৫. নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা	০৭
৬. বার্ষিক আলোচনা সভা ২০২৪	০৭
৭. নারীপক্ষ'র ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী	০৮
৮. শিক্ষা বৃত্তি	০৯
খ. সম্মাননা প্রাপ্তি	**১০-১১**
১. রুবি গজনবী সম্মাননা	১০
২. বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪	১১
গ. নারী আন্দোলনে ভূমিকা	**১০-১৫**
১. নারী আন্দোলনের দাবিনামা পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্টকরণ বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা	১২
২. সংবাদ সম্মেলন: "নারীর অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা ও করণীয়"	১৩
৩. অবস্থান কর্মসূচি	১৩
৪. দক্ষতা উন্নয়ন: 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ:	১৪
৫. 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন গঠনে তরুণ নারী নেতৃত্বের ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালা	১৫
৬. প্রতিবাদ বিবৃতি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১৫
ঘ. অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং	**১৬**
ঙ. বিশেষ কর্মসূচি: '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি'	**২০**
চ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফলাফল	**২১-৩২**
ছ. সফলতার গল্প	**৩৩-৩৮**
জ. শিক্ষা সফর	**৩৮**
ঝ. চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলার কৌশল	**৩৮**
ঞ. কর্মী সংবাদ	**৩৯**
নারীপক্ষ'র কর্মএলাকা	**৪০**
বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সহযোগী সংগঠন তালিকা	**৪১**
নারীপক্ষ'র কাঠামো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সংস্থাসমূহ	**৪২**
আর্থিক প্রতিবেদন	**৪৩-৪৭**

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫

প্রতিবেদন সংকলন

নাসিমা আক্তার

পরিকল্পনা ও সমন্বয়

রীতা দাশ রায়, সম্পাদক - প্রকল্প ও সদস্য, নারীপক্ষ

কামরুন নাহার, পরিচালক, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি ও সদস্য, নারীপক্ষ

সভানেত্রীর কথা

নারীপক্ষ একটি সদস্যভিত্তিক, আন্দোলনমুখী এবং ইহজাগতিক নারী সংগঠন। ১৯৮৩ সাল থেকে আমরা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি। সংগঠনের চলমান কর্মকাণ্ড সমন্বিতভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো নারীপক্ষ ৪০ বছর পূর্তিতে একটি সমন্বিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে। এবার দ্বিতীয়বারের মতো ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত সমন্বিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত; আশা করছি এই ধারা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন প্রকাশের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন রীতা দাশ রায়, প্রকল্প সম্পাদক। তার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের জন্য রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। একই সঙ্গে তার তত্ত্বাবধানে তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতার জন্য নারীপক্ষ'র বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক, কর্মী এবং প্রশাসন বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই।

নারীপক্ষ'র নিয়মিত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর কর্মকাণ্ড সর্বদাই আন্দোলনের মূল ইস্যুকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সংগ্রাম-সংকট, সমস্যা-সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এভাবেই আমাদের আন্দোলনের স্বতন্ত্রধারা বহমান রয়েছে, যা এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রকাশকালীন সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারীসমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত আন্দোলনমুখী, এবং নারীপক্ষ ছিল এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় অংশ।

এই প্রতিবেদনে নারীপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রকল্পের বাইরে সংগঠনের নানা আন্দোলনমুখী উদ্যোগ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে পাঠক সহজেই নারীপক্ষ'র সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এবং এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

নারীপক্ষ'র কর্মসূচিতে আমাদের নেটওয়ার্ক, জোট ও ফোরাম সবসময় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে; এবারের প্রতিবেদনকালও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমরা বিশ্বাস করি, সকলের সহযোগিতা, সমর্থন, অংশগ্রহণ ও অবদান নারীপক্ষ'র আন্দোলনের স্বতন্ত্রধারাকে আগামী দিনগুলোতে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে।

গীতা দাস

সভানেত্রী, নারীপক্ষ

নারীপক্ষ'র পরিচিতি

নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি আন্দোলনমুখী নারীবাদী সংগঠন। সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য অধিকার, যৌনকর্মীর অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ১৯৭১ সালের বিস্মৃত নারীদের ইতিহাস তুলে ধরার মতো বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে নারীপক্ষ সক্রিয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করছে। জীবন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ, নেতৃত্ব বিকাশ, সমষ্টিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং মুক্তমত প্রকাশের চর্চার মাধ্যমে নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করছে।

বিশেষত্ব

১. জীবন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মসূচি;

২. নেতৃত্ব বিকাশ ও বিস্তৃতি;

৩. সমষ্টিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ;

৪. প্রত্যেকের মত প্রকাশের পরিবেশ;

৫. মানবাধিকার, নারীবাদী চেতনা ও বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মসূচি ও আন্দোলন;

৬. চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার।

স্বপ্ন

বাংলাদেশের নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য হবে।

আকাঙ্ক্ষা

নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল

১. নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মরত সরকারি, বেসরকারি সংগঠনের সাথে সংযোগ নির্মাণ, শক্তিশালী করা ও একযোগে কাজ করা;

২. সহিংসতা কমিয়ে আনার জন্য নারীপক্ষ ও অন্যান্য সংগঠনের পদক্ষেপ ও উদ্যোগসমূহের নিবিড় পর্যালোচনা ও যথোপযুক্ত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ;

৩. এ সংক্রান্ত দেশ-বিদেশের সমসাময়িক কার্যক্রম পর্যালোচনা, গবেষণা এবং অন্যান্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

৪. সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. বিচার ব্যবস্থায় নারীর অভিগম্যতা সহজীকরণ, বিচারব্যবস্থার দায়বদ্ধকরণ এবং দুর্নীতি হ্রাসকরণ;

৬. সহিংসতা দমন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের লক্ষ্যে দেনদরবার;

৭. আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা শক্তিশালীকরণ;

৮. যুদ্ধ ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিতকরণ;

৯. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে যুক্তকরণ;

১০. নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ আচরণের চর্চা।

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য-১: দেশব্যাপী নারী আন্দোলন শক্তিশালীকরণে নারীপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য-২: সুনির্দিষ্ট ও ভিন্নধর্মী কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা অর্জনে নারীপক্ষ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মূলনীতি

(১) শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশা, ভাষা, সম্প্রদায়, যৌন পরিচিতি প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান;

(২) সংগঠনের কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিতকরণ;

(৩) বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার নারীকে তার ভুক্তভোগী অবস্থা অতিক্রম করে সংগ্রামী ব্যক্তিতে পরিণত হতে সহযোগিতা দেয়া;

(৪) নিজের কথা নিজের মতো করে বলার জায়গা।

এই বছরের প্রকাশনাসমূহ

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ বিষয়ক গবেষণা

২. নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা ২০২১-২০২৩

৩. নারী অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা এবং করণীয়

৪. তরুণ নারী পরিচিতি

কাজের ক্ষেত্র

১. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন- রীতা দাশ রায়

২. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার - মাহীন সুলতান

৩. নারীর স্বাস্থ্য অধিকার - তাসনীম আজীম

৪. নারীর রাজনৈতিক অধিকার - সাদাফ সাজ্ সিদ্দিকী

৫. '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি - ফিরদৌস আজীম

৬. যৌনকর্মীর অধিকার - মাহবুবা মাহমুদ লীনা

৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি - গীতা দাস

নারীপক্ষ'র অর্জনসমূহ

- নারী আন্দোলনের দাবিনামা সুনির্দিষ্টকরণে নারীপক্ষ ২০২৪-২৫ সময়কালে সারাদেশে বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজন করে, যেখানে মোট ৩৯৩ জন অধিকারকর্মী যুক্ত হন। সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন, তরুণ নারী নেতৃত্ব, সাইবার নিরাপত্তা ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। নারীপক্ষ প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে স্বাধীন সংগঠন দুর্বার নেটওয়ার্কের অধীনে ২৮৫টি নারী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, বাকি ২৬৫টি নারী সংগঠন সক্রিয় হওয়ার পথে রয়েছে এবং সমন্বিতভাবে দেশব্যাপী বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।
- নারীর অধিকার লংঘিত ঘটনা ও নীতি-সংকটের বিরুদ্ধে নারীপক্ষ প্রতিবাদ ও বিবৃতি প্রদান করে থাকে। প্রতিবেদন সময়ে মোট ১৮টি প্রতিবাদ-বিবৃতি জাতীয় দৈনিকে প্রেরণ করা হয়েছে। নারীপক্ষ ধর্মভিত্তিক বৈষম্য, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংস, যৌনকর্মীদের নির্যাতনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরে জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে।
- একদশক ধরে নারীপক্ষ প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে বছরজুড়ে ৬টি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১০ জন ছাত্রী এই বৃত্তি পেয়েছেন। চলতি সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত বেশ কয়েকজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী শিক্ষাজীবন এগিয়ে নিতে শিক্ষাবৃত্তি সহায়ক হয়েছে।
- আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর যৌনকর্মীদের ওপর সহিংসতার সার্বিক চিত্রসহ কিছু প্রস্তাবনা সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে। ফলস্বরূপ ২০৯৪ জন যৌনকর্মীকে সরকার থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্ভব হয়, যা দেশে প্রথমবার যৌনকর্মী পরিচয়ে পাওয়া সরকারি সহায়তা।
- সমসাময়িক আন্দোলনসমূহে বছরজুড়ে নারীপক্ষ নারীর অধিকার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এরমধ্যে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনে নারীপক্ষ'র সদস্য শিরীন পারভিন হক চেয়ারম্যান হিসেবে এবং অন্য দুই জন সদস্যের কমিশনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখা, সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্মশালা ও আলোচনাসমূহে নারীপক্ষ'র অংশগ্রহণ ও দেশজুড়ে মতামত সংগ্রহে নারীপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।
- নারীপক্ষ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে, আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারীশিক্ষার্থীদের নিয়ে সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন গঠনে তরুণ নারী নেতৃত্বের ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া গণসচেতনা তৈরি ও আন্দোলন পরবর্তী সময়ে নারী আন্দোলনকারীদের যথাযথ মূল্যায়ন বিষয়ে মতামত তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।
- নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণে সচেতনতা তৈরিতে নারীপক্ষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের জন্য একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্থায়ী নারীবিষয়ক কমিশন স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় সংসদে নারীর সমআসন ও সরাসরি নির্বাচন দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। তরুণ নারীসমাজ আয়োজিত 'নারীর ডাকে মৈত্রীযাত্রা'তে সমর্থন প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৈত্রীযাত্রা'র সফলতায় সহায়তা করেছে নারীপক্ষ।
- বীরাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নারী অধিকার সংগঠন হিসেবে নারীপক্ষ 'রুবি গজনবী অ্যাওয়ার্ড ফর সোশ্যাল জাস্টিস ২০২৩' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।
- নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীপক্ষ'র সদস্য শিরীন পারভিন হক এবং পারভীন হাসান 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪' এ ভূষিত হয়েছেন।

ক. নিয়মিত সভা ও কর্মসূচিসমূহ

১. সংগঠনের সভাসমূহ

(ক) সাপ্তাহিক বৈঠক: প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী ছুটিকালীন সাপ্তাহিক বৈঠক করা হয়নি।

(খ) মাসিক বৈঠক: মাসের প্রথম মঙ্গলবার নারীপক্ষ'র মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, প্রতিবেদনকালে (জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত) ১১ টি মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঈদুল ফিতরের ছুটির কারণে ১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি।

(গ) নির্বাহী পরিষদ বৈঠক: প্রতিবেদনকালে মোট ২টি নির্বাহী পরিষদ বৈঠক করা হয়। বৈঠক ২টি যথাক্রমে ৯ ফাল্গুন ১৪৩১/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এবং ১৭ বৈশাখ ১৪৩২/১০ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠক: প্রতিবেদনকালে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির মোট ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা বৈঠক: প্রতিবেদন সময়ে মোট ৪টি ব্যবস্থাপনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) কর্মী বৈঠক: নারীপক্ষ'র সকল প্রকল্পের কর্মীদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবেদনকালে ১০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ছ) আন্তঃপ্রকল্প বৈঠক: নারীপক্ষর পরিচালিত সকল কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের মধ্যে কাজের শক্তিশালী সমন্বয় সাধন, অ্যাডভোকেসির বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে একে অপরের মধ্যে সহায়তা বৃদ্ধির জন্য ত্রৈমাসিক আন্তঃপ্রকল্প বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদন সময়ে মোট ৬টি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

(জ) বার্ষিক আলোচনা সভা: প্রতিবেদনকালে ১টি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠটি ১৪-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৯-৩০ নভেম্বর ২০২৪ সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশন, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় কমিটি ও অন্যান্য বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজন এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচারী সরকারের পতনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে নারীপক্ষ'র বিশেষ স্মরণ অনুষ্ঠান 'আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার' ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/৬ ডিসেম্বর ২০২৪, শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ কতদূর?' ঘোষণাপত্রে মূল যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো- সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে এই রাষ্ট্রটিতে বহু পটপরিবর্তন ও একের পর এক শাসক বদল হয়েছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে দাঁড়িয়েও আমাদের ভাবতে হচ্ছে, বাংলাদেশটা কি আজও সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পেরেছে!

আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার

'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' গানের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজন এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে উপস্থিত সকলে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নারীপক্ষ'র সদস্য রেহানা সামদানী। গান পরিবেশন করেন- জলতরঙ্গের শিল্পীবৃন্দ। কবিতা আবৃত্তি করেন ইকবাল আহমেদ ও ডা: সালমা শবনম। স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ মাহমুদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সুফিয়া আকতার। নারীপক্ষ'র সদস্য ফেরদৌসী আখতার এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৩. আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ২২ ফাল্গুন ১৪৩১/৭ মার্চ ২০২৫ শুক্রবার সকাল ১১ টায় ৫৫টি সংগঠনের 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস কমিটি'র আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে "আমাকে ছাড়া আমার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নয়" শিরোনামে সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কমিটির সভা

সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির সমন্বয়ক তামান্না খান পপি। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন মাহমুদা বেগম,

সভানেত্রী, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন। মুক্ত আলোচনায় সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন মাহীন সুলতান, সদস্য, নারীপক্ষ এবং তাসাফ্ফী হোসেন, বহ্নিশিখা। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে অনলাইনসহ প্রায় ২৭টি গণমাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সাথে মিল রেখে একই প্রতিপাদ্য নিয়ে একই দিনে একই সময়ে ১৮টি জেলায় নারী সংগঠন সমূহের নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন-'দুর্বার' ও 'বহ্নিশিখার' আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে ইস্যুটির বিষয়ে একই সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস

'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস-২০২৪' উদযাপন কমিটি'র আয়োজনে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৫ নভেম্বর ২০২৪ বিকাল ৪টায় ৫১টি সংগঠন একত্রিত হয়ে 'বিচারের নামে অবিচার হয়, নারী কোথাও নিরাপদ নয়' প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবসে মশাল মিছিল

ঢাকাসহ দেশব্যাপী সহযোগী সংগঠন ও নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন (দুর্বার) এর মাধ্যমে একই প্রতিপাদ্য নিয়ে মোট ৬৪ জেলায় দিবসটি পালন করা হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ২০২৪ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত ঘোষণাপত্র পাঠ, শ্লোগান, প্রচারপত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। একই দিনে আয়োজনের ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আওয়াজ জোরদার হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটির মশাল মিছিল

৫. নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা

১৮ নভেম্বর নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী, নারীপক্ষ'র প্রয়াত সদস্য নাসরীন হক এর জন্মতিথি। এই উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ'র আয়োজনে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আন্তর্জালে 'প্রাণবৈচিত্র্য, বীজ ও নারী অধিকারের চার দশক' শীর্ষক নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বক্তা ছিলেন ফরিদা আখতার, লেখক, গবেষক, আন্দোলনকর্মী ও উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। স্বাগত বক্তব্য দেন ফিরদৌস আজিম, নির্বাহী সদস্য ও প্রাক্তন সভানেত্রী, নারীপক্ষ। প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালনা করেন কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নাসরীন হক এর জন্মতিথির অনুষ্ঠানে আলোচনা করছেন ফরিদা আখতার, উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উল্লেখ্য, নাসরীন হক যেসব অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তা শুধুমাত্র নারী অধিকার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন একটি সেতু রচনা করতে, যে সেতু জাতিতে-জাতিতে, ধনী-দরিদ্র, সমতল-পাহাড়ী, শহর-গ্রামীণ সকল মানুষের মধ্যে তৈরী করবে গভীর মানবিক সম্পর্ক। তিনি সংগ্রাম করেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মৌলিক অধিকার এবং নারী মুক্তির জন্য। সব ধরনের, শ্রেণীর, ভাষার, ধর্মের, সম্প্রদায়ের, জাতিসত্তার, যৌনপরিচিতির সর্বোপরি সামাজিক কোনো পার্থক্যই তাঁর জন্য দেয়াল তৈরি করতে পারেনি। সকলের দিকেই তিনি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

নারীপক্ষ মনে করে, নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন তাঁর স্বপ্ন এবং কর্মতৎপরতাকে ধরে রাখার বিশেষ উপায়।

৬. বার্ষিক আলোচনা সভা ২০২৪

১৪-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৯-৩০ নভেম্বর ২০২৪ সাভারের সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশনে নারীপক্ষ'র বার্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নারীপক্ষ'র ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে নোয়াখালী, যশোর ও রাজশাহী জেলার ১৫ জন সদস্য ছিলেন। সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে ছিল তথ্যচিত্র প্রদর্শনী- 'আর

কতবার বলব', সংগঠনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রকল্প তথ্য উপস্থাপন, গ্যালারী প্রদর্শনী, হিসাব প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা। গত বার্ষিক সভার প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন, এই বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নারীর অংশগ্রহণ ও নারীপক্ষ'র অবস্থান নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়া, সাধারণ সভার দ্বিতীয় দিনে 'স্মরি তোমাদের' শীর্ষক একটি স্মরণ সভা নারীপক্ষ'র প্রয়াত ৭ জন সদস্য লুৎফুন নাহার আজাদ, শামসুন নেসা, রুবী গজনবী, রোকেয়া বুলি, করুণা সমাদ্দার, কাজী হোসনে আরা কাঞ্চন, নাসরীন পারভিন হক'কে স্মরণ করা হয়। তাদের স্মরণে গান ও স্মৃতিচারণ করা হয়। উক্ত আয়োজনটি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন নারীপক্ষ'র সদস্য তামান্না খান পপি।

৭. নারীপক্ষ'র ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নারীপক্ষ ৩০ বৈশাখ ১৪৩২/১৩ মে ২০২৫ তারিখে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'আমাদের ভয় কাহারে', যার আলোকে দিনব্যাপী প্রতিবাদী, সাংস্কৃতিক ও সংগঠনগত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

নারীপক্ষ'র ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সদস্যদের দলীয় ছবি

বিকাল ৪টায় নারীপক্ষ কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত হয় প্রতিবাদী অবস্থান। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনে প্রস্তাবিত দাবিসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ব্যানারসহ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে মোট ২০টি ফেস্টুন প্রস্তুত করা হয়। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত চিন্তার আসর, যেখানে সদস্যরা একত্রে শ্লোগান তৈরি, প্রতিবাদের গান ও কবিতা পরিবেশন এবং নারীমুক্তি-সম্পর্কিত নানা ভাবনার আদান-প্রদান করেন।

৩০ বৈশাখ ১৪৩২/১৩ মে ২০২৫ মঙ্গলবার হওয়ায় সন্ধ্যা ৬টায় নারীপক্ষ'র সাপ্তাহিক মঙ্গলবার সভা সশরীরে কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কেউ কেউ আন্তর্জালেও যুক্ত ছিলেন। সভার মূল আলোচ্য ছিল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য ও সাময়িক পরিস্থিতি ঘিরে করণীয় নির্ধারণ।

সন্ধ্যা ৭টায় নৈশভোজের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী ঘোষণা করা হয়। উৎসবের অংশ হিসেবে নারীপক্ষ কার্যালয় সাজানো হয় দীর্ঘ ফেস্টুন দিয়ে। পাশাপাশি 'আমাদের ডর কাহারে' লেখা দুটি বড় প্রতিবাদী ফেস্টুন কার্যালয়ের বাইরে টানানো হয়, যা দিনের প্রতিপাদ্য ও আন্দোলনের চেতনাকে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে।

৮. শিক্ষা বৃত্তি

নারীপক্ষ ২০১৫ সাল থেকে নারীপক্ষ'র প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি শুরু করে। সদস্যদের জন্মস্থান, কর্মস্থল, কর্মজীবনকে প্রাধান্য দিয়ে এই বৃত্তি প্রদান শুরু হয়।

নারী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে নারীপক্ষ এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমে প্রবর্তিত হয় রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তি, পরবর্তীকালে নাসরীন হক শিক্ষাবৃত্তি, করুণা সমাদ্দার শিক্ষাবৃত্তি, লুৎফুন নাহার আজাদ শিক্ষাবৃত্তি, রুবী গজনবী শিক্ষাবৃত্তি এবং শামসুন নেসা শিক্ষাবৃত্তিসহ মোট ৬টি শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। ২০১৫ সালে বৃত্তির পরিমাণ ছিল মাসে ১০০০ টাকা। ২০২১ সাল থেকে সকল শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ মাসে ৩০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এপ্রিল ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১০ জন শিক্ষার্থী নারীপক্ষ'র বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে-

- রোকেয়া বুলি শিক্ষা বৃত্তিপ্রাপ্ত আফসানা আফরিন রিমঝিম শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ সিরাজগঞ্জ এ অধ্যয়নরত। তার বৃত্তি অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে। বাকি ৩ জন ফাহিমা আক্তার, আম্বিয়া খাতুন ও পুজা রায় এর শিক্ষাবৃত্তি সম্পন্ন হয়েছে।
- নাসরীন হক শিক্ষা বৃত্তিপ্রাপ্ত রাবিত্রী হাসদা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত অবস্থায় জুলাই ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন।
- গণস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট অব হেলথ সায়েন্স এর ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলোজি বিভাগে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় হাসনা হেনা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। তার এই বৃত্তি মার্চ ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে।
- সানজীদা মাসুদ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত লুৎফুন নাহার আজাদ শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুজীব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন।
- নারীপক্ষ'র শিক্ষাবৃত্তির আওতায় রংপুর আর্মি নার্সিং কলেজে বিএসসি ইন নার্সিং (ধাত্রীবিদ্যা) বিষয়ে

অধ্যয়নরত তাসনিম মুস্তারীকে রুবী গজনবী শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এই বৃত্তি অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

- তাসনিম সুলতানা সিমি, সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় নারীপক্ষ'র শামসুন নেসা শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তি অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

খ. সম্মাননা প্রাপ্তি

১. রুবি গজনবী সম্মাননা

বীরাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নারী অধিকার সংগঠন হিসেবে নারীপক্ষ পেয়েছে 'রুবি গজনবী অ্যাওয়ার্ড ফর সোশ্যাল জাস্টিস ২০২৩'।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকার ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে নারীপক্ষ'র সভানেত্রী গীতা দাস-এর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

রুবি গজনবী সম্মাননা গ্রহণ করছেন নারীপক্ষ'র সভানেত্রী গীতা দাস

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীন-এর মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে। ফাউন্ডেশনের পক্ষে বক্তব্য দেন প্রফেসর নায়লা কবির ও প্রফেসর পারভীন হাসান। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং নারীপক্ষ'র পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রফেসর ফিরদৌস আজিম।

এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন, তাদের প্রয়াত চেয়ারপারসন রুবি গজনবী-এর স্মরণে ২০২৩ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। রুবি গজনবী তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ উৎসর্গ করেছিলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা, বাংলাদেশ চারুশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং চারুশিল্পীদের জীবনমান উন্নয়নে। পাশাপাশি তিনি মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু সুরক্ষা এবং বিশেষত ১৯৭১ সালের বীরাঙ্গনাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় শুরু হয় নারীপক্ষ'র বিশেষ কর্মসূচি '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি।'

২. বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪

নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীপক্ষ'র সদস্য শিরীন পারভিন হক এবং পারভীন হাসান 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪' এ ভূষিত হয়েছেন।

২০২৪ এ চারজনকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪' এ ভূষিত করা হয়েছে। তারা হলেন- নারী অধিকারকর্মী শিরীন পারভিন হক, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মী পারভীন হাসান, দাবা খেলায় বাংলাদেশের কিংবদন্তি রাণী হামিদ, শ্রম অধিকার কর্মী ও ফটোগ্রাফার তাসলিমা আখতার।

গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাদের হাতে পদক তুলে দেন।

বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্তদের সাথে প্রধান উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, 'এই পদক তাদের সাম্প্রতিক কোনো অর্জনের জন্য নয়। এটি তাদের সারাজীবনের কর্তব্যবোধ এবং অনুপ্রেরণার স্বীকৃতি যার জন্য তারা তাদের নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এটা পুরো জাতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত।'

গ. নারী আন্দোলনে ভূমিকা

পটভূমি ও উদ্যোগের ধারাবাহিকতা

১৯৮৩ সালের ১৩ মে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীপক্ষ নারীমুক্তি, অধিকার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের অক্টোবর সম্মেলন এবং ২০১৯ সালের কর্মশালার মধ্য দিয়ে ১৭৬টি সংগঠনের অংশগ্রহণে তৈরি হয় "নারীমুক্তি সমতা ও ন্যায্যতা: নারীবাদী আন্দোলনের দাবিনামা" দলিল।

২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নারী আন্দোলনের দাবি উপস্থাপনের নতুন সুযোগ তৈরি হয়। দুর্বার নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় ৮টি বিভাগে কর্মশালা করে দাবিনামা পুনর্মূল্যায়ন করা হয় এবং ৮টি মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আইন-নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সেবা-এই তিন ভাগে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব তৈরি করা হয়।

৮টি মূল বিষয়:

১. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন
২. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার
৩. নারীর রাজনৈতিক অধিকার
৪. নারীর স্বাস্থ্য অধিকার
৫. নারীর শিক্ষা
৬. জলবায়ু ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার
৭. প্রান্তিক নারীর অধিকার
৮. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সংবাদ সম্মেলনে নারীপক্ষ আশা প্রকাশ করে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন জাতীয় সংস্কারের প্রক্রিয়ায় এই সুপারিশসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

১. নারী আন্দোলনের দাবিনামা পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্টকরণ বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা

অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে সংস্কার প্রস্তাবের জন্য ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১/৩১ আগস্ট ২০২৪ ময়মনসিংহ বিভাগে নারী আন্দোলনের দাবিনামা পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্টকরণ বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

উক্ত কর্মশালায় নারী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এরকম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ৪৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এরকম ৮টি বিভাগীয় কর্মশালা যথাক্রমে ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১/৩১ আগস্ট ২০২৪ ময়মনসিংহ, ২৩ ভাদ্র ১৪৩১/৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খুলনা ও রংপুর, ২৮ ভাদ্র ১৪৩১/১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বরিশাল বিভাগ, ৩০ ভাদ্র ১৪৩১/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাজশাহী ও সিলেট, ৬ আশ্বিন ১৪৩১/২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চট্রগ্রাম এবং ১৩ আশ্বিন ১৪৩১/২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় নারী সংগঠনের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মী, সংবাদ ও সাংস্কৃতিক কর্মী, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় শিক্ষার্থী, তরুণসহ বিভিন্ন স্তরের মোট ৩৯৩ জন অধিকার কর্মী যুক্ত হয়েছেন প্রতিটি কর্মশালায়। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে 'বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের দাবিনামাটি পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল: ১. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন ২. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ৩. নারীর রাজনৈতিক অধিকার ৪. নারীর

৪-৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ কুয়ালালামপুর, মালয়শিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কনসাল্টেশনস্বাস্থ্য, ৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৬. জলবায়ু ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার ৭. প্রান্তিক পর্যায়ের নারী (যৌনকর্মী, দলিত, হরিজন, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময়, প্রতিবন্ধী) ৮. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে দাবিনামা তৈরি করা হয়। কর্মসূচিটির সমন্বয়ক ছিলেন-মাহীন সুলতান। কর্মশালাগুলো নারীপক্ষ এবং নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন-দুর্বার যৌথভাবে আয়োজন করে। পরববর্তীতে দাবিনামাগুলো বই আকারে প্রকাশ ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনে কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. সংবাদ সম্মেলন: "নারীর অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা ও করণীয়"

নারীপক্ষ'র উদ্যোগে ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, শনিবার সকাল ১১.০০ টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে 'নারীর অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা ও করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারীপক্ষ'র সভানেত্রী গীতা দাস এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য মাহীন সুলতান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসহ নানাবিধ অংশীজনের কাছে নারীর অধিকার ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার দাবি উপস্থাপন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দাবিসমূহ:

- ব্যালটে 'না' ভোটের বিধান সংযোজন।
- প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তালিকায় এক তৃতীয়াংশ নারী প্রার্থী ও ৬৪ জেলায় সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী আসন নিশ্চিতকরণ।
- ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার যেমন- অভিন্ন পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, নাগরিকত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করা।
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন।
- যৌনকর্মীসহ সব বীরাঙ্গনার প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুবিধা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ ও জাতীয় ঔষধ নীতি-২০১৬ হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনীতিমুক্ত করা ও কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- শ্রম আইন সংশোধন করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজের স্বীকৃতি প্রদান।
- জলবায়ু, পরিবেশ ও বন নীতি-সংক্রান্ত কর্মসূচিতে লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. অবস্থান কর্মসূচি

প্রতিবেদনকালে নারীপক্ষ ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার ও বৈষম্যবিরোধী অবস্থানের ধারাবাহিকতায় ৩টি প্রতিবাদী ও সংহতিমূলক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

- **নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা:** ১৬ মে ২০২৫ তারিখে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে নারীপক্ষ "নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা" শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ন্যায্যতা, সমতা ও সামাজিক সম্প্রীতির দাবিতে এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা অংশ নেন। রাষ্ট্র ও সমাজে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং ন্যায়ভিত্তিক গঠনের আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচিতে।

• **আদিবাসী শিক্ষার্থী-জনতার ওপর হামলার প্রতিবাদ:** ২০ জানুয়ারি ২০২৫, বিকাল ৪টায় নারীপক্ষ কার্যালয়ের সামনে আদিবাসী শিক্ষার্থী ও জনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এক অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে এই হামলার নিন্দা জানানো হয় এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার সুরক্ষার জোর দাবি তোলা হয়।

নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা

নারীপক্ষ'র অবস্থান কর্মসূচি

• **প্যালেস্টাইনে চলমান বর্বর হামলা, গণহত্যা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে কর্মসূচি:** ৭ এপ্রিল ২০২৫, বিকেল ৪টায় নারীপক্ষ কার্যালয়ের সামনে গ্লোবাল স্ট্রাইকের সাথে সংহতি জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। নারীপক্ষ শান্তি, ন্যায় ও গণমানবতার পক্ষে তার দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে। ইসরাইল দ্বারা প্যালেস্টাইনে চলমান বর্বর হামলা, গণহত্যা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে এই কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড রক্ষার আহ্বান জানানো হয়।

প্যালেস্টাইনে বর্বর হামলা, গণহত্যা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে কর্মসূচি

৪. দক্ষতা উন্নয়ন

'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

নিবিড় শিক্ষাক্রম কর্মসূচির আওতায় 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২০-২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/৫-৭ ডিসেম্বর ২০২৪ এনজিও ফোরাম, লালমাটিয়া, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে নারীপক্ষ'র

সদস্য, কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল:

• অংশগ্রহণকারীগণের জেন্ডার ও সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন বিষয়ে ধারণাগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং

• সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে দক্ষতা বৃদ্ধি। প্রশিক্ষণের সূচনাপর্ব ও স্বাগত বক্তব্য পরিচালনা করেন নারীপক্ষ'র সভানেত্রী গীতা দাস। এছাড়া বিভিন্ন অধিবেশনে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ঢাকা জেলার লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের কর্মকর্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তাগণ।

৫. 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন' গঠনে তরুণ নারী নেতৃত্বের ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালা

৯-১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/২৩-২৪ মে ২০২৫ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন গঠনে তরুণ নারী নেতৃত্বের ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মোট ১৮ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল: ১. তরুণ নারীরা সহিংসতার ব্যাপকতা জানবে ও প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং ২. নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে।

উক্ত কর্মশালায় উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়- ক) আমার জীবন ও অভিজ্ঞতা: স্বপ্ন ও বাস্তবতা খ) জেন্ডার, নারীর অবস্থা ও অবস্থান, সমতা ও ন্যায্যতা গ) নারীপক্ষ'র উল্লেখযোগ্য ১০টি শ্লোগান এর ইতিকথা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ঘ) শরীরের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঙ) সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন। পরবর্তীতে উক্ত অংশগ্রহণকারীদের চাহিদার ভিত্তিতে ৩ আষাঢ় ১৪৩২/১৭ জুন ২০২৫ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারী শিক্ষার্থীদের সাথে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনাটি আন্তর্জালে করা হয় এবং রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর প্রতিনিধিগণ। এর ফলে ১০টি জেলার ১৮জন তরুণ নারী নেতার সাথে নারীপক্ষ'র সম্পৃক্ততা হয়েছে এবং সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন গঠনে তরুণ নারীনেতারা সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৬. প্রতিবাদ বিবৃতি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিবেদনকালে নারীপক্ষ মোট ১৩টি প্রতিবাদ-বিবৃতি দেশের বিভিন্ন প্রধান দৈনিক পত্রিকায় প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি এসব বিবৃতি যথারীতি নারীপক্ষ'র ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং সদস্যদের ই-মেইলে প্রচার করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিগুলো নারীপক্ষ'র সভাকক্ষের বোর্ডে সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রেরিত প্রতিবাদ-বিবৃতিগুলো নিম্নরূপ-

১. দেশব্যাপী চলমান সহিংসতার প্রতিবাদ এবং শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার দাবীতে নারীপক্ষ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫/৮ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৫টায় সংগঠনের কার্যালয় নীলু স্কয়ার ভবনের সামনে ব্যানার নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

২. জুলাই আন্দোলনে দেশের পরিস্থিতিতে ''সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার'' দাবিতে ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১/২৮ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৩.৩০ টায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে নারীপক্ষ'র প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩. ২৯ জুলাই ২০২৫: নারীর উপর প্রতিটি ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ বিবৃতি।

৪. ৩০ জুন ২০২৫: রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি, 'অঞ্জলি লহো মোর' ও 'মধুসূদন দে স্মৃতি ভাস্কর্য'সহ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে কার্যকর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের অভাবের নিন্দা ও প্রতিবাদ।

৫. ২১ জুন ২০২৫: "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত"-এর অজুহাতে নরসিংদী সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও হুমকির তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ।

৬. ২০ মে ২০২৫: জুলাই আন্দোলনে শহীদ জসীম উদ্দিনের মেয়ে লামিয়ার ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি।

৭. ২৭ এপ্রিল ২০২৫: বোরখা না পরায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে কার্যালয় থেকে বের করে দেওয়া এবং মডেল মেঘলা আলমকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ।

৮. ১২ এপ্রিল ২০২৫: মৃত্যুদণ্ড ও দ্রুত বিচার আইন নারী-শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধে সমাধান নয়; বরং সুবিচার নিশ্চিতের দাবি।

৯. ১৭ মার্চ ২০২৫: 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫' নারীর কর্মসংস্থানকে দুর্বল করবে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর হার কমাবে-এই আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রতিবাদ বিবৃতি।

১০. ৭ মার্চ ২০২৫: সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ, বইমেলা ও ফুলের দোকানে হামলা-ভাঙচুর অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ-এ বিষয়ে প্রতিবাদ।

১১. ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অপরিবর্তিত রাখার দাবি।

১২. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: আদিবাসী ছাত্র-জনতার উপর হামলাকারীদের দ্রুত বিচার এবং এনসিটিবি বইয়ে আদিবাসী গ্রাফিতি সংযোজনের দাবি।

১৩. ২০ জানুয়ারি ২০২৫: সরকারি কলেজে ভর্তি ফিসে ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও বৈষম্য বন্ধে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান।

এই বিবৃতিগুলো নারীপক্ষ'র নীতিগত অবস্থান ও দেনদরবার কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঘ. অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং

নারীপক্ষ বর্তমানে বিভিন্ন স্তরে নীতিগত ও আইনগত সংস্কারের লক্ষ্যে সক্রিয় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংগঠনের সদস্য কামরুন নাহার ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কারের জন্য কাজ করছেন, যাতে আইনি প্রক্রিয়া অধিকতর সংবেদনশীল ও কার্যকর হয়। নারীপক্ষ'র সদস্য রীতা দাশ রায় সরকার ও এনজিও সমন্বয়ের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নীতি বিশ্লেষণ ও সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। মাহীন সুলতান, সদস্য, নারীপক্ষ শ্রমজীবী নারীদের অধিকার ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে শ্রম আইন ও নীতির সংস্কারে অবদান রাখছেন। নারীর স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় ডা. তাসনীম আজীম সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখছেন। রীনা রায়, সদস্য, নারীপক্ষ হিন্দু আইন সংস্কার নিয়ে কাজ করছেন। এসব অ্যাডভোকেসি উদ্যোগ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জাতীয় সংসদে নারীদের সমান আসন ও সরাসরি ভোটের দাবি নিয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এবং এই উদ্যোগ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নারীর অধিকার ও লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীপক্ষ নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক, গণমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও তথ্যউপাত্ত প্রকাশ, নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন

ফোরামে নীতিগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হচ্ছে। নারীপক্ষ বিশ্বাস করে- নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আইনব্যবস্থায় নারীবান্ধব পরিবর্তন নিশ্চিত হবে, যা নারীর সমান অধিকার, নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করবে। এরই অংশ হিসেবে নারীপক্ষ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে:

নারীপক্ষ ও প্রথম আলো আয়োজিত 'নারীর এগিয়ে চলা: বাধা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

প্রতিবেদনকালে নারীপক্ষ'র সদস্যবৃন্দ ৪৩টিরও বেশি মানবাধিকার, লিঙ্গসমতা, নারী প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নারী নেতৃত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার নিরাপত্তা, শ্রম অধিকারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা, সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এ সকল সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নারীপক্ষ'র নীতি-অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে এবং নেটওয়ার্কিং ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করেছে। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের থিমভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা হলো:

ক. নীতি ও আইন সংস্কার বিষয়ক সভা-সেমিনার

- ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ ব্লাস্ট আয়োজিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া সুপারিশ বিষয়ে আলোচনায় ফেরদৌসী আখতার অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০২৪ নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল ও প্রথম আলো আয়োজিত 'পুষ্টিতে জেন্ডার সমতা অর্জন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে নারীপক্ষ'র সভানেত্রী গীতা দাস ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিরীন হক অংশগ্রহণ করেন।
- ৪ নভেম্বর ২০২৪ বাদাবন সংঘ আয়োজিত 'ভূমিতে নারীর মালিকানা স্বত্ব সীমাবদ্ধতা এবং করণীয়' সভায় নীলুফার ইয়াসমিন অংশগ্রহণ করেন।
- ফেরদৌসী আখতার গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ যৌন সহিংসতা ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ব্যাপকতা ভিত্তিক গবেষণা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

খ. সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি ও অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ক সভা

- ফেরদৌসী আখতার ও কামরুন নাহার গত ২১ জানুয়ারি এবং ১৪ জুলাই ২০২৫ নারী ও শিশুর প্রতি অনলাইন সহিংসতা প্রতিরোধ প্ল্যাটফর্মের কর্মশালা ও সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৭ নভেম্বর ২০২৪ বাদাবন সংঘ আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকাল ২০২৪' তরুণ শিল্পীদের উদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা বিরোধী আর্ট ক্যাম্পে নীলুফার ইয়াসমিন অংশগ্রহণ করেন।
- ২৬ জুন ২০২৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মশালায় কামরুন নাহার অংশগ্রহণ করেন।
- নারীপক্ষ ও প্রথম আলো আয়োজিত 'নারীর এগিয়ে চলা: বাধা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৩ ডিসেম্বর ২০২৪। অংশগ্রহণ করেন গীতা দাস, শিরীন হক, তাসনীম আজিম।

গ. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপনসংক্রান্ত বিভিন্ন আয়োজন

প্রতিবেদনকালে নানা স্থানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারীপক্ষ'র সদস্যরা বক্তা/অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- গত ৬ মার্চ ২০২৫সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে নাজমা বেগম অংশগ্রহণ করেন।
- ৭ মার্চ ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনে 'নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীরা' আলোচনায় ওয়ারদা আশরাফ অংশ নেন।
- ৮-১০ মার্চ ২০২৫ প্রথম আলো, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভা, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন- ফাবলিহা যারীন তাসনীম ও লিপি রোজারিও।
- গত ৯ মার্চ ২০২৫ মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অংশ নেন ফেরদৌসী আখতার।
- গত ১০ মার্চ ২০২৫ গণবিশ্ববিদ্যালয়ে "নারীর জীবনমান ও অর্থনৈতিক মুক্তি" সেমিনারে রওশন আরা অংশগ্রহণ করেন।
- ৯ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে ধর্ষণবিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশে প্রিয়াংকা কুন্ডু ও তন্বী সোম অংশ নেন।

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও মানবাধিকার

- ২ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয়: নারীর সংকট ও সংগ্রাম বিষয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রিয়াংকা কুণ্ডু।

ঙ. স্বাস্থ্য, সেবা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

- নারী মৈত্রী আয়োজিত Civil Registration and Vital Statistics সিস্টেম শক্তিশালীকরণ বিষয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ এর পরামর্শ সভায় সামিয়া আফরীন অংশগ্রহণ করেন।

চ. সামাজিক আন্দোলন, যুব উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

- ২১ মে ২০২৫ তারিখ 'যুবদের সংস্কার ভাবনা' শীর্ষক দিনব্যাপী সম্মেলনে অংশ নেন ফেরদৌসী আখতার।
- সাংগাতের প্রতিষ্ঠাতা কমলা ভাসিনের জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফরিদা ইয়াছমিন অংশগ্রহণ করেন।

ছ. শ্রম অধিকার, গৃহকর্মীদের অধিকার ও সেবা ব্যবস্থা

- গত ২০ এপ্রিল ২০২৫ সবুজের অভিযান আয়োজিত গৃহকর্মীদের অধিকার ও কাউন্সেলিং বিষয়ক সভায়

সৈয়দা সালমা পারভীন অংশগ্রহণ করেন।

- ২০ এপ্রিল ২০২৫ Women with Disabilities Development Foundation এর প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় সৈয়দা সালমা পারভীন অংশগ্রহণ করেন।
- জুলাই ২০২৫ নারী মৈত্রী, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, চেতনা কেন্দ্র আয়োজিত শ্রম-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিশেষ সভায় কামরুন নাহার অংশগ্রহণ করেন।

জ. গবেষণা, ডেটা ও নীতিমালা উন্নয়নসংশ্লিষ্ট বিশেষ সভা:

- গত ২৬ মে এবং ৩০ জুন ২০২৫ Pre-budget dialogue on 'Advancing Gender Responsive Budgeting FfD4 Outcome' ও গবেষণাভিত্তিক নীতিনির্ধারণী সভায় ফেরদৌসী আখতার অংশগ্রহণ করেন।

এসব সভা-সেমিনার ও কর্মশালায় নেটওয়ার্কিং সম্প্রসারণ, লিঙ্গসমতা সংক্রান্ত এজেন্ডা অগ্রসর করা, আইন-নীতি সংস্কারে অবদান রাখা, সহিংসতা প্রতিরোধ প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে নারীর কণ্ঠকে শক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঙ. বিশেষ কর্মসূচি

'৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি'

স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পরেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য আখ্যান লেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজ অব্দি সবচেয়ে বেশি যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা আমাদের 'বীরাঙ্গনা'। মুক্তিযুদ্ধকালে নারীর জীবনযাপন এবং রণাঙ্গনে বা নিজগৃহে, মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক বা ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে উপেক্ষিত। যদিও নারীদের উপরে ধর্ষণ ও যৌননির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের আলোচনায় সর্বদা প্রাধান্য পায়, তবে তার উপস্থাপনা আপত্তিকর, অগ্রহণযোগ্য ও অসম্মানজনক। তাঁদের জীবনযুদ্ধ ও বিড়ম্বনাকে পাশ কাটিয়ে কেবল তাঁদের 'ইজ্জতহানি'র কথা উত্থাপিত হয়। যুদ্ধকালে এই নারীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে, অথচ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তাঁরা অবহেলিত এবং নিগৃহীতই থেকে গেছেন। দেরিতে হলেও বীরাঙ্গনাদের জীবনযুদ্ধ বুঝতে এবং তাঁদের দুঃসহ যন্ত্রণা ও সংগ্রামের খানিকটা ভাগীদার হতে নারীপক্ষ'র উদ্যোগ- '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি' কর্মসূচি।

নারীপক্ষ'র সদস্য রুবী গজনবী'র জোর তৎপরতায় ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো সিরাজগঞ্জের ২১ জন বীরাঙ্গনার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় মুক্তিযোদ্ধা সাফিনা লোহানীর মাধ্যমে। সেই প্রথম দেখার পরপরই বীরাঙ্গনা বোনদের সম্মান, মর্যাদা এবং বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অংশ করা এবং সেগুলো নতুন প্রজন্মকে জানানোর লক্ষ্যে '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি' শিরোনামে কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। কর্মসূচির আওতায় বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়-

তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ ইতিহাস সংগ্রহ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, অডিওভিজ্যুয়াল সংগ্রহশালা, দেশব্যাপী বীরাঙ্গনা স্মারক/চত্বর নির্মাণ।

বীরাঙ্গনাদের পাশে দাঁড়ানোঃ মাসিক আর্থিক সহায়তা দেয়া, চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা এবং বাসস্থান মেরামত করা।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিঃ সম্মান, পুনর্বাসন, প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ।

বীরাঙ্গনাদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান তহবিলের উৎস নারীপক্ষ'র সদস্য, বন্ধু, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ। এছাড়া বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলানের পুরোধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উদ্যোগে বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণভাবে বিনামুল্যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বহন করছে।

এ যাবৎ যা করা হয়েছে:

নারীপক্ষ সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী, পটুয়াখালী, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, বাগেরহাট ও ঢাকা জেলার মোট ১০০ জন বীরাঙ্গনাকে মাসিক আর্থিক সহায়তা ও ২২ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। যাঁরা এখনো গেজেটভুক্ত হননি তাঁদের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন জেলার মোট ৫১ জন বীরাঙ্গনাকে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা করে মাসিক আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বীরাঙ্গনাদের স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যা নিরাময়ে তাঁদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও, চাহিদা অনুযায়ী বীরাঙ্গনা বোনদের ঘর মেরামত, উৎসবে শাড়ি, শীতে শাল, কম্বল, শীত সামগ্রী এবং বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বন্যা, জলাবদ্ধতা ও কোভিড) খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে। বীরাঙ্গনাদের প্রতি সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে ধর্ষিতা, ইজ্জতহানি, সম্ভ্রমহানি, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার বন্ধে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তি পর্যায়ে চাপ অব্যাহত রয়েছে যাতে যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতাকে ইজ্জতহানি বা সম্ভ্রমহানি বলার চর্চা ও প্রবণতা বন্ধ হয়। সকল বীরাঙ্গনাই যেন ২০১৬ সালে রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত 'নারী মুক্তিযোদ্ধা ভাতা' পান সেই লক্ষ্যে বীরাঙ্গনাদের তালিকা হালনাগাদকরণ ও বিশেষ দিবসে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে দেনদরবার অব্যাহত রয়েছে। নারীপক্ষ 'ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার' বিষয়ক উদ্যোগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে,

যেমন প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা শহরে বীরাঙ্গনা স্মারক/চত্বর নির্মাণের চেষ্টা। এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যতজন বীরাঙ্গনা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংরক্ষণের কাজ চলছে, যা পরবর্তী প্রজন্ম বা গবেষণার কাজে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীর সম্মান, মর্যাদা, বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জীবনাভিজ্ঞতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অংশ করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মাণ, তরুণদের সম্পৃক্ত করে প্রচারপত্র ও পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।

চ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফলাফল

নারী আন্দোলনকে বেগবান করতে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে নারীপক্ষ নিজ আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূরক প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা সমমনা দাতা সংস্থা থেকে নেয়া হয়। এছাড়া জরুরি বা অতি প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি নারীপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে, বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদান গ্রহণের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করে থাকে। নারী অধিকার আন্দোলন নিয়ে নারীপক্ষ'র যে ভাবনা, তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো প্রকল্প/কার্যক্রম নারীপক্ষ সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নারীপক্ষ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দুইটি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। নারীর প্রতি বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে নারী নিজ ঘরে, বাইরে বা কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র অনিরাপদ। নারী জীবনব্যাপী শারীরিক, মানসিক, যৌন, ইত্যাদি বহুমাত্রিক সহিংসতার শিকার হয়। নারীপক্ষ'র কাজের অন্যতম বিষয় 'সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন'কে এগিয়ে নিতে ১৮-৩৫ বছর বয়সের তরুণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, তরুণ সম্মেলন, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পত্রিকা ও টেলিভিশনে কর্মরত নারী ও পুরুষ গণমাধ্যম কর্মী যারা মাঠ পর্যায়ে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করেন তাদের নিয়ে ভাষায় লিঙ্গীয় বৈষম্য বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। এ সকল কর্মসূচির ফলে তরুণরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নারীর উপর সহিংসতা ও নারীর প্রতি বৈষম্যকে চিহ্নিত করে নিজেদের অধিকার আদায়ে লড়াই করছেন। তারা থানা ও হাসপাতালে গিয়ে নির্যাতনের শিকার নারীকে সেবা পেতে সহায়তা করছেন এবং বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানী, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে দুর্বার নেটওয়ার্ক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করছেন।

প্রকল্প: নারী ও যুব অধিকার অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নারীর প্রতি বৈষম্য কমিয়ে আনতে যুব নারী বিশেষ করে লিঙ্গ বৈচিত্র্য, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি; নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি সংশোধনে পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রকল্প সময়ে যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলায় ১২টি বিদ্যালয়ে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ৩১৪ জন শিক্ষার্থী (মেয়ে ২০৩, ছেলে ১১১) অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ে ২২ জন তরুণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ৩১৪ জন শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নীতিমালায় উল্লেখিত ধরন ও প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি কমিউনিটিতে ১৮টি অধিবেশনে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়, যেখানে ৬৩০ জন নারী অংশগ্রহণ করে।

সেবা প্রদানকারীদের সাথে সমন্বয় সভা

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম: নারীর উপর সহিংসতার তথ্য সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নিয়ে ৬টি প্রশিক্ষণে মোট ১৬০ জন অংশগ্রহণ করে (নারী ১৫৫, পুরুষ ২৫)। এ ছাড়া তরুণ নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আইন ও নীতি বিষয়ক ১টি বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা ২০০৯, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সহিংসতা প্রতিরোধে দলীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। প্রশিক্ষণে ২৫ জন তরুণ নারী অংশ নেয়।

সেবাপ্রদানকারীদের সঙ্গে সমন্বয় সভা: সহিংসতায় ভুক্তভোগী নারীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ৭ জেলায় ৭টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় মোট ১২৮ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন (নারী ৯০, পুরুষ ৩৮)। সভায় থানা, ওসিসি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা, যুব উন্নয়নসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বেসরকারি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে সেবা প্রাপ্তির উপায়, করণীয় ও সমন্বয় কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন।

গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়: ভাষা ও গণমাধ্যমে লিঙ্গ-বৈষম্য কমানো এবং নারীপক্ষ'র চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটাতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ৪১ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন (নারী ৪, পুরুষ ৩৭)।

এ সভাগুলো সাংবাদিকদের মধ্যে লিঙ্গ-সংবেদনশীল ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রকল্প: নারীর এগিয়ে চলা (Women Gaining Ground Project)

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর অধিকার আদায়ে নতুন প্রজন্মের তরুণ নারীকর্মী তৈরি করা যাতে তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে যুক্ত করে নারীর উপর সহিংসতা রোধ ও নারীর অধিকার আদায়ে কাজ করে নারীদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ও ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় তরুণ নারীনেতাদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। নারীদলের মাসিক সভায় তারা নারীর স্বাস্থ্য, সহিংসতা রোধ এবং সরকারি সেবার তথ্য উপস্থাপন করেন, যার ফলে ১০ জন নারী কম্পিউটার, ২০ জন গবাদিপশু পালন ও ১০ জন সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পান। স্থানীয় টেলিভিশনে নারীনেতাদের উপস্থাপনায় টকশো সম্প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পের দৃশ্যমানতা আরও জোরদার হয়।

নারীর উপর সহিংসতা, নারীর স্বাস্থ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তথ্য সংগ্রহ

এছাড়া, বর্ষশেষ সভায় তরুণ নারীনেতাদের সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন ও উন্নয়নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ: নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর স্বাস্থ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে ৪টি এলাকায় ক্ষুদ্র গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণার জন্য তরুণ নারীনেতাদের ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেইআইআই) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা তাদের গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয় ও কলেজের ৪১৭ জন শিক্ষার্থী থেকে সংগ্রহ করা তথ্য স্থানীয় বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে নারীর অধিকার বিষয়ে বৃহত্তর জনসম্পৃক্ততা তৈরি করা হয়।

তথ্য উপস্থাপন: গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে ৪টি অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, এনজিও ও জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে মতামত প্রদান করেন। উপজেলা পর্যায়ের সুপারিশসমূহ পরে জাতীয় পর্যায়ে নারীপক্ষ ও প্রথম আলোর যৌথ গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। সেখানে নারীর সুরক্ষা, বাজেট বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক চর্চা জোরদারকরণ এবং সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। তরুণদের নিয়ে কাজের কৌশল ও অভিজ্ঞতা শেয়ারিং সভার মাধ্যমে সংগঠনগুলোর

মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর হয়।

তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে- যাতায়াত ব্যয়, দূরত্ব ও ভাষাগত সমস্যার কারণে সরকারি সেবাগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় এবং কৃষিকাজ বা পরীক্ষার মৌসুমে সভায় উপস্থিতি কমে যায়। তবুও প্রকল্প থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক উঠে এসেছে, যেমন তরুণদের গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি, জয়িতা স্বীকৃতি অর্জনকারী নারীনেতার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি, উপজেলা প্রশাসনের সাথে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় পর্যায়ে সমস্যাবলি তুলে ধরার সক্ষমতা অর্জন।

প্রকল্প: প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে তৈরীকৃত মোর্চা সংহতিকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিশালী ও টেকসহ করা এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে মানবাধিকার সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা। প্রকল্প সময়ে যে সব কাজ হয় তা নিম্নরূপ:

- প্রকল্পটি মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক অধিকার সংগঠন ও সরকারি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, সহিংসতা ও বঞ্চনার প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান খোঁজার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অ্যাডভোকেসির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী সময়ে যৌনকর্মীদের ওপর সংঘটিত সহিংসতার নথিভুক্ত চিত্রসহ লিখিত প্রস্তাবনা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়। 'সংহতি'র পক্ষ থেকে সক্রিয় দেনদরবারের ফলস্বরূপ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২,০৯৪ জন যৌনকর্মীকে জন প্রতি ১০,০০০ টাকা হারে মোট ২ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করে-যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যৌনকর্মী পরিচয়ে সরাসরি সরকারি সহায়তা হিসেবে একটি নজির সৃষ্টি করে।

যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি এবং অপরাধমুক্তকরণের দাবিতে প্রকল্পটি শ্রমিক সংগঠন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে ধারাবাহিক দেনদরবার চালায়। এর বাস্তব ফলাফল হিসেবে দুই কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে যৌনকর্মীদের কর্মজীবন, মানবাধিকার, ও শ্রম অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে যৌনকর্মীদের পেশাগত স্বীকৃতি সরকারি দলিলে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া সুগম হয় এবং তাদের অধিকারবিষয়ক আলোচনা নীতিনির্ধারণী স্তরে গুরুত্ব পায়।

প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো সাংবাদিক, শ্রমিক অধিকার আন্দোলনকর্মী ও যৌনকর্মীদের মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ তৈরি হওয়া। সাংবাদিকরা যৌনকর্মীদের জন্য রিপোর্টিং নির্দেশিকা (draft guidelines) তৈরিতে সম্পৃক্ত হন এবং শ্রমিক অধিকার আন্দোলনকর্মীরা 'সংহতি'-তে যুক্ত হয়ে যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠেন। এর ফলে যৌনকর্মীদের বিষয়টি মূলধারার আন্দোলন ও প্রচার-প্রচারণায় গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

আগস্ট ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর পটুয়াখালী যৌনপল্লী উচ্ছেদের হুমকি দেখা দিলে 'সংহতি' সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিকট ২০০০ সালের উচ্চ আদালতের রায়ের অনুলিপি প্রদান করা হয়; পাশাপাশি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকেও অবহিত করা হয়। ধারাবাহিক দেনদরবারের ফলে যৌনপল্লী উচ্ছেদের হুমকি বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়, যা যৌনকর্মীদের নিরাপদ আবাস ও মানবাধিকার রক্ষায় একটি বাস্তব অবদান।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

নারীপক্ষ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার কর্মসূচির অধীনে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

১) পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি (Promoting gender justice for women workers in the Readymade Garment Sector);

২) পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের অধিকার অগ্রগতি প্রকল্প (Advancing the rights of women garment workers);

'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে একটি ৩৬ মাস (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪) মেয়াদী প্রকল্প যা সাভার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর, মির্জাপুর ও ভালুকা এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং উদ্দেশ্য ছিল তৈরি পোশাক কারখানা ও গণপরিবেশে নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনতে এবং জেন্ডারভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে নারী পোশাককর্মীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে এমন নারী প্রধান সংগঠনের (সিএসও) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে পোশাকশিল্প কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি, বৈষম্যমূলক আচরণ

প্রতিরোধ এবং নারী শ্রমিকের মানসিক ও আইনী সেবাগ্রহণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; নারী শ্রমিকদের যাতায়াত, বসবাস এবং উন্মুক্ত স্থান সহিংসতা থেকে মুক্ত করা; শ্রম আইন অনুযায়ী লিঙ্গবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য ও ন্যায়বিচারের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে স্টেকহোল্ডার, ব্র্যান্ড, ক্রেতা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষকে সহিংসতা প্রতিরোধে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।

সজাগ কোলিশনের সাথে পোশাক শিল্পের মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সভা ও সার্টিফিকেট বিতরণ

মূল কার্যক্রমসমূহ সহভাগীদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতিতে সহায়তা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনার প্রতিরোধে শ্রমিকদের 'শ্রমিক-জিজ্ঞাসা' অ্যাপ ব্যবহারে উৎসাহিত করা; হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগ কমিটি গঠন, নিরাপত্তা কমিটি শক্তিশালীকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে জেন্ডার অডিট পরিচালনা করা, পোশাক শ্রমিকদের সম্পর্কে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধের প্রচার করা এবং নিরাপদ গণপরিবেশ নিশ্চিত করা,

কর্মএলাকার ৭টি স্থানে স্থানীয় পোশাক শ্রমিক, নারীউদ্যোক্তা, ছাত্রী, সজাগ সাথীসহ ৪৯ জনের অংশগ্রহণে নিরাপত্তা নিরীক্ষা (জেন্ডার সেফটি অডিট) করা ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবর্তনের জন্য প্রমাণভিত্তিক গবেষণা করে নীতিমালা প্রণয়ণকারীদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে সভা ও প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প দুটি ডিসেম্বর ২০২৪ সালে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার

নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অর্জনে নারীপক্ষ এবছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে:

প্রকল্প: অধিকার এখানে, এখনই (Right Here Right Now)

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণরা সিদ্ধান্ত নিতে ও নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী অধিকার আদায়ে দাবী করতে পারবে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষায় গণজাগরণ তৈরি হবে; সরকার তরুণদের অধিকার রক্ষায় নীতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে নীতিমালা তৈরি করবে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষায় সুশীল সমাজ একত্রিত এবং শক্তিশালী হবে।

সক্ষমতাবৃদ্ধি ও নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম: তারুণ্যের কণ্ঠস্বর প্ল্যাটফর্মের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেদন সময়ে মোট ৬৬টি ত্রৈমাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৫২৮ জন সদস্য অংশ নেয়। এসব বৈঠকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, দেন-দরবার কৌশল, পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা এবং স্থানীয় উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে পটুয়াখালীতে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবা সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপিত হয় এবং ৮ জেলার তরুণরা স্থানীয় পর্যায়েই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজ উদ্যোগে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়।

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক দল গঠন: তরুণদের অধিকার, মানবাধিকার, জেন্ডার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জীবনদক্ষতা বিষয়ে সাধারণ প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীকালে বাছাইকৃত সদস্যদের নিয়ে ১৭৪ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে ৪০ জনকে নিয়ে ৮টি জেলায় প্রশিক্ষক দল গঠন করা হয়েছে। তারা এখন জেলা-উপজেলায় ত্রৈমাসিক কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিচালনা করতে পারছে, যা তরুণদের বাস্তব নেতৃত্ব ও দক্ষতা বাড়িয়েছে।

বিদ্যালয়ে নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা: ৫টি জেলায় ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (WASH-SRH-School Safety) পরিচালিত হয়। এর আওতায় ২১টি অভিভাবক সভা, ২১টি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সভা এবং ২২টি স্বাস্থ্য ক্লাব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৯০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তারা শ্রেণিকক্ষে স্বাস্থ্য, মাসিক, বাল্যবিবাহ ও কৈশোরকালীন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছে, পাশাপাশি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ক্লাব ও প্রতিরোধ কমিটি সক্রিয় হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও তথ্য সংগ্রহ: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে ৫ জেলার উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা (স্যাকমো), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও কর্মকর্তাসহ ৯০ জন সেবাদানকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। এর ফলে তরুণদের সঙ্গে সেবাদানকারীদের একটি কার্যকর যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কমিউনিটি স্কোরকার্ড পদ্ধতিতে ৫ জেলার ১০টি কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা হয়, যা কেন্দ্রগুলোতে কাঠামোগত উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সক্রিয়করণে ভূমিকা রাখে।

পটুয়খালী জেলায় হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

শিক্ষা সফর ও আন্তঃজেলার অভিজ্ঞতা বিনিময়: প্রতিবেদন সময়ে ২২ জন তরুণ-তরুণী দুটি শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজ জেলা ছাড়িয়ে অন্য এলাকায় বা জেলায় গিয়ে স্থানীয় বাস্তবতা, সামাজিক রীতিনীতি, নতুন দেন-দরবার কৌশল ও ভালো চর্চা সম্পর্কে শিখেছে। এই শিক্ষা সফর তরুণদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

এছাড়া, মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো প্রায় সময় বন্ধ থাকায় তরুণরা সেবা নিতে গিয়ে ফিরে আসে। বিষয়টি ত্রৈমাসিক বৈঠকে উপস্থিত উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করার পর তিনি স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য তারুণ্যের কণ্ঠস্বর এর সদস্যদের হটলাইন নম্বর প্রদান করছেন। যার ফলে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের স্বাস্থ্য সেবা দ্রুত পেতে সহায়ক হয়েছে।

'তারুণ্যের কণ্ঠস্বর'-এর সদস্যরা বিভিন্ন স্তরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন ও আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ে, তারা উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে আয়োজিত সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে কমিউনিটির সমস্যা ও তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরেন। জাতীয় পর্যায়ে, তারা Rights Here, Right Now কোয়ালিশনের কার্যক্রম, BRAC আয়োজিত যুব সম্মেলন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (Directorate of Family Planning)-এর সঙ্গে সভা এবং নারীপক্ষ আয়োজিত তরুণী সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি পর্যায়ের আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং যুব কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার সুযোগ পান। আঞ্চলিক পর্যায়ে, তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের উদ্যোগে আয়োজিত Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)-এর মতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে টেকসই উন্নয়ন ও অধিকারভিত্তিক বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে আলোচনা করা হয়।

দেন-দরবার, গণমাধ্যম ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ: স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ৭৬টি কমিটি সভা, সাংবাদিকদের সঙ্গে ৮টি কর্মশালা, এবং প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ধারণা উন্নত হয়েছে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশনা হয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে পরিবারের পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদনও পাওয়া গেছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক সম্মেলনে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

দিবস উদযাপন: প্রকল্প কর্মএলাকার ৮টি জেলায় ২টি উপজেলায় ২০২৪ এ আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস র‍্যালী, পথনাটক, আলোচনাসভা, প্রীতি নারী ফুটবল প্রতিযোগিতা, দেয়াল লিখন, মানববন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। ২০২৫ এ নিরাপদ মাসিক ব্যবস্থাপনা দিবস পথনাটক, র‍্যালী, আলোচনাসভা, সাইকেল র‍্যালী ইত্যাদির মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

যার ফলে– যুব দিবসের সংবাদ স্থানীয় পর্যায়ে ১৪ টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ১টি স্থানীয় টেলিভিশনে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। নিরাপদ মাসিক ব্যবস্থাপনা দিবসের সংবাদ ২৪টি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ২টি জাতীয় টেলিভিশন এবং ৫টি অনলাইন টেলিভিশনে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

প্রকল্প: ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা ও অনুশীলন বিনিময় প্রকল্প: এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা প্রাপ্তিতে বাধা ও বিরোধীপক্ষ চিহ্নিতকরণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে এই সেবায় নারীর অভিগম্যতা বিষয়ক সর্বোত্তম অনুশীলন ও ভালো চর্চাগুলো খুঁজে বের করা এবং অন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সাথে বিনিময় করা, যাতে তারা এই উদাহরণগুলো ব্যবহার করে স্ব স্ব দেশে দেনদরবার করতে পারে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: চ্যাম্পিয়নদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ: বাংলাদেশে নারীপক্ষ ম্যাপিং এর মাধ্যমে চিহ্নিত চ্যাম্পিয়নদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের অংশ হিসেবে মোট সাতটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছে। ঢাকা, বরিশাল ও মৌলভীবাজারে আয়োজিত এসব কর্মশালায় নারী যৌনকর্মী, নারী দল, তরুণ নারী, চা বাগানের শ্রমজীবী নারী এবং সমমনা সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব কর্মশালায় নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ, এমআরএম ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতা চিহ্নিতকরণ, অধিকার প্রয়োগ এবং অ্যাডভোকেসি দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন: চ্যাম্পিয়নদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালার মাধ্যমে ১৬২ জন চ্যাম্পিয়নকে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ, এমআরএম এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতা চিহ্নিতকরণ, অধিকার প্রয়োগ এবং অ্যাডভোকেসি দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে অর্জিত এ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

৪-৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ কুয়ালালামপুর, মালয়শিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কনসাল্টেশন

প্রচার প্রচারণা:

- ২৮ সেপ্টেম্বর 'নিরাপদ এমআর দিবস' উপলক্ষে বরিশাল সদরের সেইন্ট বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিল নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ এবং নারীরা যে সকল বাধার সম্মুখীন হয় তা নিয়ে আলোচনা করা। সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন আরএইচস্টেপ-এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নিলিমা দাস। তিনি নিরাপদ এমআর সেবার গুরুত্ব, এমআরএম কিট ব্যবহারের পদ্ধতি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনি প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। আলোচনায় তরুণ নারী অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে সামাজিক কুসংস্কার, সঠিক তথ্যের অভাব এবং গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন।
- ৩০ সেপ্টেম্বর শ্রীমঙ্গলের মহসিন অডিটোরিয়মে 'নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ দিবস' উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক স্বন্দিপ্তা সাদিক উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. বর্ণালী দাস। তিনি নিরাপদ এমআর সেবার গুরুত্ব, এমআরএম কিট এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, নিরাপদ এমআর আইনসম্মত ও অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধে কার্যকর। অংশগ্রহণকারী তরুণ নারীরা সামাজিক কুসংস্কার, গোপনীয়তার অভাব, ধর্মীয় বিরোধিতা ও পারিবারিক বাধাসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেখানে নিরাপদ এমআর সেবার গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়।

অ্যাডভোকেসি: জাতীয় পর্যায়ে:

- ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ CSO Forum for Strengthening Sustainable SRHR Ecosystem in Bangladesh (সিএসও ফোরাম ফর স্ট্রেংদেনিং সাসটেইনেবল এসআর এইচআর ইকোসিস্টেম ইন বাংলাদেশ) এর ষষ্ঠ ত্রৈমাসিক সভা-তে অংশগ্রহণ করে, যেখানে মূল উদ্যোগ, কৌশলগত পরিকল্পনা ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রকল্পের ম্যাপিং এর ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যেখানে নিরাপদ গর্ভপাতের পথে বাধাসমূহ যেমন: অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার, সীমিত ফান্ড, এমআর প্রশিক্ষণের বাজেট কমানো এবং তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হয়। সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নীতি নির্ধারক, এনজিও, দাতাসংস্থা এবং মাঠপর্যায়ে একযোগে অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করা হবে।
- ১৯ জানুয়ারি ২০২৫-এ নারীপক্ষ'র নারী স্বাস্থ্য ও অধিকার দলের সদস্যরা Women's Affairs Reform Commission (নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) এবং Health Affairs Reform Commission (স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্কার কমিশন) এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভা করে এমআর সেবার মান, স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ, ওষুধ সরবরাহ এবং সেবার সহজলভ্যতা সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করে।

অ্যাডভোকেসি: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে:

- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ নারীপক্ষ এবং The Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)'র মিলিত উদ্যোগে 'Countering Oppositions and Strengthening Safe Abortion Advocacy in Muslim Majority Countries in South Asia & Africa' বিষয়ক একটি Global Consultation অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে নিরাপদ গর্ভপাতের পক্ষে অ্যাডভোকেসি শক্তিশালীকরণ ও বিরোধ মোকাবিলা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মরক্কো তাদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। বিশেষজ্ঞরা ধর্মীয় মৌলবাদ মোকাবেলায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরামর্শ দেন। মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণকারী এই সেশনে কৌশলগতভাবে নিরাপদ গর্ভপাতের পক্ষে অ্যাডভোকেসি জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৭তম অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ২০২৪) নারীপক্ষ, ARROW এবং SAIGE এর পক্ষে একটি ভিডিও বিবৃতি প্রদান করে, যেখানে গর্ভপাতকে অপরাধমুক্ত করা, লিঙ্গ ও প্রজনন ন্যায়বিচারকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।
- ২০২৫ সালের ৪-৫ ফেব্রুয়ারি কুয়ালালামপুরে নারীপক্ষ, ARROW, Shirkat Gah ও AMPF এর যৌথ আয়োজনে "Safe Abortion Activism in Muslim Majority Countries – Navigating the Socio-Cultural and Religious Nexus to Facilitate the Right to Safe Abortion" শীর্ষক একটি গ্লোবাল কনসাল্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নারীপক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন গীতা দাস, ড. তাসনীম আজীম, সামিয়া আফরিন এবং নিশাত ইসলাম। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে নিরাপদ গর্ভপাতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলো ভাগাভাগি করা, ধর্মীয় মৌলবাদ মোকাবিলায় সুযোগ ও বাধা সনাক্ত করা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময়ের জন্য নিরাপদ পরিসর তৈরি করা এবং আন্ত:দেশীয় সংহতি ও নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা। মোট ১০টি দেশের ৩৬ জন প্রতিনিধি এই গ্লোবাল কনসাল্টেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখান থেকে কার্যকর অ্যাডভোকেসি কৌশল, এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে একটি কৌশলপত্র প্রণয়নসহ গুরত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জিত হয়। ৬ মে, ২০২৫ এ Reclaiming the Right to Safe Abortion: Resisting and Navigating Anti-Choice Narratives in the Global South শিরোনামের Linking and Learning Consultation এ বাংলাদেশের কার্যক্রম সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। সেশনটি পরিচালনা করে কমনহেলথ ইন্ডিয়া, যারা গর্ভপাতবিরোধী অবস্থান ম্যাপিং, ভ্রান্ত ধারণা বা বয়ানের প্রতিরোধ এবং প্রজনন অধিকারের স্বপক্ষে সাম্প্রতিক কাজ উপস্থাপন করে। এখানে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণকারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রকল্প: নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গা নারী, তরুণী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান যাতে নিজেরাই নিজেদের শরীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা গ্রহণে যেসব সুযোগ ও বাধা আছে তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে অধিকারভিত্তিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এই প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় ১২,৭৫৫ জন রোহিঙ্গা নারীকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মোট ৬৩৪ জন নারী হাসপাতালে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ৩২৭ জন বড়ি, ২৪৬ জন ইনজেকশন, ১২ জন ইমপ্লান্ট, ৮ জন আইইউডি এবং ৪১ জন কনডম গ্রহণ করেন। একই সময়ে হাসপাতালে ৮৯ জন এবং বাড়িতে নিরাপদভাবে ৭৩ জন নারী সন্তান প্রসব করেন।

নতুন বিবাহিত দম্পতিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মাসিক ব্যবস্থাপনা, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর উপর সহিংসতা ও নারীর অধিকার বিষয়ে ২০টি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়, যেখানে ২০০ জন নারী ও ২০০ জন পুরুষসহ মোট ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের ফলে অংশগ্রহণকারীরা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। সচেতনতার সুফল হিসেবে ৯৭ জন নারী নিজেদের পছন্দমত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।

এছাড়া ক্যাম্প ১৫-তে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফসহ বিভিন্ন সংগঠনের ৪৬ জন প্রতিনিধিকে মানবাধিকার, জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং অধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে দুইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে রোহিঙ্গা নারীদের জন্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও সহযোগিতা

বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নারীরা হাসপাতালে গেলে তারা এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা পাচ্ছেন।

দক্ষতা উন্নয়ন: স্বেচ্ছাসেবীদের পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে স্বেচ্ছাসেবীরা দক্ষতার সাথে নারী ও কিশোরীদলের মাসিক সভা পরিচালনা করতে পারছে এবং টেকসই সচেতনতা গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করছে।

প্রচার-প্রচারণা ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস এবং নারী নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে ক্যাম্প ১৫-এর সিআইসি কার্যালয় চত্বরে পথ-নাটক, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মাসিক ব্যবস্থাপনা দিবস, প্রীতি নারী ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং মানববন্ধন আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও কিশোর-কিশোরীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে আরআরআরসি, ক্যাম্প ইনচার্জ এবং হেল্‌থ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, যা রোহিঙ্গা নারীদের সঙ্গে প্রশাসনের যোগসূত্র আরও দৃঢ় করে।

এই সংযোগের ফলে নারীরা এখন যেকোনো সমস্যায় সরাসরি ক্যাম্প ইনচার্জের কাছে যেতে পারছেন। উদাহরণস্বরূপ, এক নারী সদস্যকে ব্লকের হেডমাঝি যৌন হয়রানির প্রস্তাব দিলে সে স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় সিআইসি'র কাছে অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান করে এবং পরবর্তীকালে সিআইসি তাকে কাজের সুযোগ প্রদান করেন।

নেটওয়ার্কিং ও সমন্বয়: প্রতিবেদন সময়ে ক্যাম্প ১৫-এ কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট তিনটি নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে দুইটি সভা আরআরআরসি অফিসে এবং একটি ক্যাম্প-১৫ কার্যালয়ে করা হয়। ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১০৮ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাগুলোতে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সহকারী কমিশনার এবং ক্যাম্প ইনচার্জ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই সভাগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ নারী ও কিশোরী দলগুলোকে সক্রিয় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। একইসঙ্গে ইতোমধ্যে চারজন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীকে চারটি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা প্রকল্পের সামাজিক প্রভাবকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

প্রকল্প: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা নিরুপণ বিষয়ক গবেষণা

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হাওর, চর ও ঢাকার বস্তি এলাকার নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা এবং পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দেন-দরকার করা।

এই গবেষণায় প্রকল্পভুক্ত তিনটি এলাকার প্রজননক্ষম নারী ও তরুণ নারীদের নিকট থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লিঙ্গভিত্তিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কমিউনিটি পর্যায়ের সহায়তা ব্যবস্থা ও অভিযোজন কৌশল এবং উত্তম অনুশীলনসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বয়সভিত্তিক ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি, নগর ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের ভিন্নধর্মী প্রভাব, নারীদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও লিঙ্গজনিত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।

সময়কাল: নভেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৫ (৬ মাস)

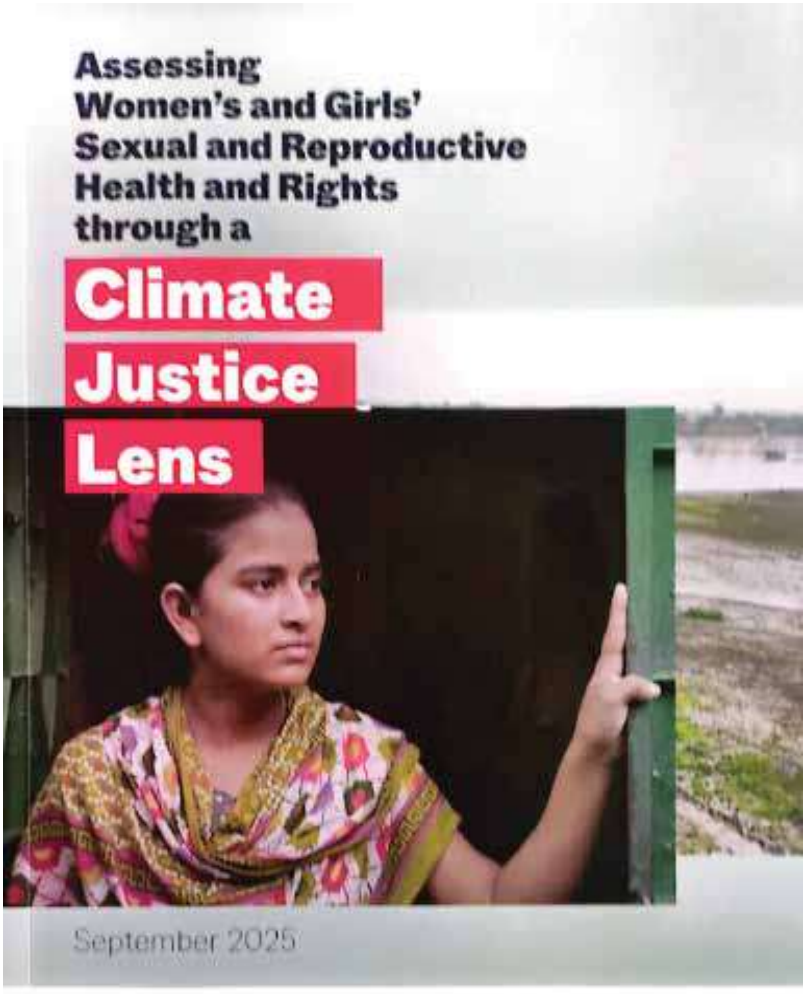

ছ. সফলতার গল্প

সফলতার গল্প-১

'ভয় পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া' - নীশিতার পথচলা

সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটি গ্রাম। বাতাসে লবণাক্ত গন্ধ, ঢেউয়ের শব্দে ভরে থাকে মানুষের প্রতিদিন। সেখানেই জন্ম নীশিতা সিমুর। ছোটবেলা থেকেই তার চোখে ছিল স্বপ্ন-স্কুলে যাওয়া, পড়ালেখা করে বড় কিছু হওয়া, নিজের জীবনটা নিজের মতো করে গড়ে তোলা। কিন্তু সমাজ সবসময় স্বপ্নের মতো কাজ করে না।

২০০৮ সাল। বয়স মাত্র ১৪। অন্য মেয়েরা যেখানে স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে মাঠে দৌঁড়ায়, ঠিক সেই সময় নীশিতার হাতে তুলে দেওয়া হলো সংসারের বালা। অজান্তেই একদিন তিনি হয়ে গেলেন বউ, আর কিছুদিন পরেই মা। বয়সের তুলনায় দায়িত্ব ছিল পাহাড়সম। চারপাশে শুধু কথা- "বাল্যবিবাহ হয়েছিল, তাই এ মেয়ের কী আর হবে?"

সমাজ তাকে দেখতো 'ভুক্তভোগী' হিসেবে, কিন্তু নীশিতা নিজেকে দেখতেন সম্ভাবনার আলোয়। তবু পথটা ছিল কঠিন। নিজের পরিচয় তৈরি করতে চেয়েও বারবার বাধার মুখে পড়তে হতো- কুসংস্কার, শিক্ষা বঞ্চনা, আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভারী দেয়াল।

ঠিক তখনই জীবনে এলো এক নতুন মোড়।

২০১৮ সাল। নীশিতা তখন স্নাতক পড়ছেন। সেই সময় তিনি পরিচিত হলেন নারীপক্ষ'র একটি তরুণমুখী প্ল্যাটফর্ম-"তারুণ্যের কণ্ঠস্বর"-এর সঙ্গে, যা পরিচালিত হচ্ছিল আরএইচআরএন প্রকল্পের আওতায়। প্রথম দিনেই তার মনে হলো, "আমি আবারও নতুনভাবে শুরু করতে পারি।"

প্ল্যাটফর্মটি শুধু তার শেখার জায়গাই হলো না, হলো তার পরিচয় পুনর্গঠনের স্থান। প্রশিক্ষণ, আলোচনা, নেতৃত্ব- সব মিলিয়ে তিনি যেন নিজের ভেতরের শক্তিটাকে আবার খুঁজে পেলেন। এমনকি 'তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' নামটিও নির্ধারণে ছিল তার সক্রিয় ভূমিকা- তার সৃজনশীলতা ও সাহসের প্রথম বড় স্বীকৃতি।

এভাবেই শুরু হলো নীশিতার পরিবর্তন।

আগে তিনি ছিলেন শুধু ঘরের কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা এক তরুণী, এখন তিনি হলেন কর্মজীবী নারী। সুপ্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটল-বক্তৃতা, উপস্থাপনা, পরিচালনা। একসময় যে মেয়ে মানুষ ভরা ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই ভয় পেত, সে-ই এখন কিশোর-কিশোরীদের সামনে ঝজঐজ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে।

নিজের জীবন থেকে শক্তি নিয়ে তিনি অন্য মেয়েদেরও শেখাতে লাগলেন-স্বপ্ন দেখো, নিজের কণ্ঠস্বর তুলো, পথ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

নীশিতা প্রায়ই বলেন-

"তারুণ্যের কণ্ঠস্বর আমার অদৃশ্য শক্তি। এখন আর মঞ্চ আমাকে ভয় দেখায় না।"

সময় গড়িয়ে গেল। একসময় সেই লাজুক, দ্বিধাগ্রস্ত মেয়েটি আজ একটি স্বনামধন্য বেসরকারি সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা। তার পাশে ছিল জাগরনি, নারীপক্ষ এবং তারুণ্যের কণ্ঠস্বর- যারা তার আত্মবিশ্বাস, যোগ্যতা আর সাহসকে এগিয়ে দিয়েছে।

এখন নীশিতা শুধু নিজের জীবন বদলাননি-বদলে দিচ্ছেন আশেপাশের মেয়েদের জীবনও। তিনি যেন জীবন্ত এক বার্তা-

"পরিবর্তন সম্ভব, যদি তুমি নিজেই নিজের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠো।"

সমুদ্রের ধারের সেই ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে এসে আজ তিনি হাজারো তরুণীর অনুপ্রেরণা।

পথ যত কঠিনই হোক, নিজের ভয়কে পেরিয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিলে আলো ছড়ানো সম্ভব।

সুমাইয়া শীলা: থামতে না-চাওয়া মেয়েটির গল্প

বরিশালের আমতলী উপজেলার একটি ছোট্ট গ্রাম। সবুজ শস্যক্ষেত, নদীর হাওয়ায় ভেসে আসে মাটির গন্ধ। এমন এক পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠেন সুমাইয়া শীলা-হাসিখুশি, স্বপ্নভরা এক কিশোরী। স্কুলের ক্লাস, বন্ধুদের হাসাহাসি, পড়াশোনার আশা-এসব নিয়েই চলছিল তার স্বাভাবিক জীবন।

কিন্তু একদিন সবকিছু পাল্টে গেল।

দুঃস্বপ্নের মতো সেই দিন

২০১৬ সালের মে মাসের এক দুপুর। হঠাৎ ঘটে যাওয়া বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা মুহূর্তেই তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

মুহূর্তেই সব স্তব্ধ-

যে মেয়ে কিছুক্ষণ আগেও স্বাভাবিকভাবে হাঁটছিল, হাসছিল-সে এখন বাঁচার জন্য লড়ছে।

দুর্ঘটনার পর হাসপাতালের বেডে চোখ খুলতেই শীলা বুঝলেন-আগের মতো আর কখনও হাঁটা হবে না।

একটি পা নেই, একটি হাতে তিনটি আঙুল নেই, অন্য হাতটিও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

চৌদ্দ মাস হাসপাতালের বিছানায়-এক দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ, ব্যথায় ভরা সময়।

অনেকেই ফিসফিস করে বলতো,

"এতকিছু হওয়ার পর শীলা আর পড়তে পারবে?"

"শীলা আবার কীভাবে সমাজের কাজে যোগ দেবে?"

কিন্তু শীলা ভেতরে ভেতরে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন-

অন্যের কথায় থামবেন না।

নিজেকে প্রমাণ করতেই হবে।

শীলার ফিরে আসার গল্প-

হাসপাতাল থেকে ফিরে আবার স্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এক পায়ে ভর দিয়ে, প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে হলেও তিনি বই হাতে তুলে নিলেন।

মানুষের চোখে করুণা-

কিন্তু তার চোখে ছিল আগুন।

ধীরে ধীরে তিনি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

কলেজে ভর্তি হলেন, পড়ছেন অর্থনীতি বিভাগে।

পাশাপাশি শুরু হলো তার সামাজিক পথচলা।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট, নাজরুল স্মৃতি সংসদ, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম-সবকিছুতেই তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে লাগলেন।

একসময় NSS-এর STAY প্রকল্পের নাটক "সব ভালো-ভালো নয়"-তে অভিনয়ের সুযোগ পান। সেখানে তিনি

গ্রামের মানুষকে বুঝিয়ে বললেন-বাল্যবিবাহ ভালো নয়।

যে মেয়ের জীবন দুর্ঘটনায় থমকে গিয়েছিল, সে-ই এখন সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে বার্তা দিচ্ছে-পরিবর্তন সম্ভব।

তারুণ্যের কণ্ঠস্বরের দরজা খুলে গেল

পরে একদিন তিনি পরিচিত হলেন নারীপক্ষ'র RHRN প্রকল্পের সাথে।

তারুণ্যের কণ্ঠস্বর প্ল্যাটফর্ম-একটি জায়গা যেখানে তরুণরা নিজেদের কথা বলে, শেখে, নেতৃত্ব গড়ে তোলে।

শীলা সেখানে প্রথম ঢোকার দিনই অনুভব করলেন-

"এটাই আমার জায়গা।"

প্রশিক্ষণ, আলোচনা, নেতৃত্ব-সব মিলিয়ে তিনি যেন নতুন শীলা হয়ে উঠলেন।

কম্পিউটার দক্ষতা, ToT, নেতৃত্ব গঠন, মানবাধিকার, SRHR-অসংখ্য বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ তাকে নতুন করে সাজাল।

আস্তে আস্তে মঞ্চভীতি দূর হলো।

তিনি কথা বলা শিখলেন, নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা শিখলেন, অন্যদের অনুপ্রাণিত করা শিখলেন।

শীলা প্রায়ই বলেন-

"তারুণ্যের কণ্ঠস্বর আমার জীবনের মোড় ঘোরানো দরজা। এখানে এসে আমি আবার নিজের ওপর বিশ্বাস করতে পেরেছি।"

বর্তমানের শীলা: আলোর মতো ছড়িয়ে পড়া

আজ শীলা আর সেই বেদনায় ভেঙে পড়া মেয়েটি নন।

তিনি ইউনিক হাসপাতালে মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করছেন।

পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সামাজিক কর্মসূচিতে নিয়মিত সক্রিয়।

শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাকে আটকে রাখতে পারেনি।

বরং প্রতিটি সীমাবদ্ধতাকে তিনি নিজের শক্তিতে রূপান্তর করেছেন।

একটি যাত্রার শেষ নয়-নতুন শুরু

সুমাইয়া শীলার গল্প শুধু একটি দুর্ঘটনা থেকে উঠে দাঁড়ানোর গল্প নয়-

এটি সাহসের গল্প, মনোবলের গল্প, আর নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলার গল্প।

তিনি প্রমাণ করেছেন-

জীবন যত কঠিনই হোক, থেমে গেলে হার; এগিয়ে গেলে জয়।

আজ শীলা নিজের জীবন দিয়ে অন্য মেয়েদের শেখাচ্ছেন-

"যে জীবন তোমাকে থামিয়ে দিতে চায়, সেই জীবনকেই তুমি বদলে দাও।"

এভাবেই থামতে না-চাওয়া সুমাইয়া শীলা হয়ে উঠেছেন হাজারও তরুণীর অনুপ্রেরণা-এক আলো, যা কখনও নিভে না।

সফলতার গল্প-৩

স্বাস্থ্যসেবায় শিরীনের পরিবর্তনের দীর্ঘ যাত্রা

মৌলভীবাজার জেলার এক তরুণ সদস্য শিরীন। কৈশোর থেকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি তার কাছে ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল, লজ্জাজনক ও সংকোচপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও প্রচলিত সংস্কৃতির কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া যেন তার জন্য এক ধরনের অস্বস্তিকর বিষয় ছিল। ফলে নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনোই ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে সাহস পাননি। বয়স বাড়লেও সেই সংকোচ ভাঙার সুযোগ বা উৎসাহ কোনোটিই তিনি পাননি। প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে যখন নারীপক্ষ'র "অধিকার এখানে, এখনই (আরএইচআরএন)" প্রকল্পের উদ্যোগে গঠিত "তারুণ্যের কণ্ঠস্বর" প্ল্যাটফর্মে তিনি যুক্ত হন। প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত আলোচনা, প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিরীন ধীরে ধীরে জানতে পারেন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা কোনো লজ্জার বিষয় নয়, বরং এটি তার আইনগত অধিকার। একই সঙ্গে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এসব সেবার মান, সহজলভ্যতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় তার সক্রিয় ভূমিকা থাকার কথাও তিনি উপলব্ধি করেন।

প্রথমবার সমস্যাগুলো কাছ থেকে দেখা স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে শিরীন যখন প্রথম ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, তখন চিত্রটি তাকে খুবই ব্যথিত করে। তিনি দেখতে পান-

চিকিৎসক ও সেবাদানকারীর অনুপস্থিতি,

দীর্ঘদিনের জনবল সংকট,

কৈশোরবান্ধব সেবার ঘাটতি,

আয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো,

এবং স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মতো বৈষম্যমূলক আচরণ।

এই অসংগতি ও সেবার মানহীনতা দেখে শিরীন ও অন্যান্য তরুণরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারা কয়েক দফায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলেও শুরুতে প্রত্যাশিত গুরুত্ব পাওয়া যায়নি।

জেলা পর্যায়ের বৈঠক-পরিবর্তনের শুরুবিন্দু

একপর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে আয়োজিত ত্রৈমাসিক 'তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' বৈঠকে তরুণরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণগুলো শেয়ার করেন। এখানেই মোড় ঘুরে যায়। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা যখন নিজে তরুণদের বক্তব্য শুনেন, তখন তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তিনি তরুণদের সামনে স্পষ্টভাবে আশ্বাস দেন-

"সদর উপজেলার যেকোনো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সেবা নিতে সমস্যা হলে আপনারা সরাসরি আমাকে জানাবেন, আমি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব।"

এই সরাসরি প্রতিশ্রুতি শিরীনের মনে এক শক্তিশালী নিরাপত্তা ও আস্থার জন্ম দেয়। দীর্ঘদিনের ভয়, সংকোচ ও মানসিক বাধা যেন এক মুহূর্তে খানিকটা কমে আসে।

২০ বছরের ভাঙন-অবশেষে প্রথম পদক্ষেপ

এর কয়েকদিন পর শিরীন নিজের ভেতরেই নতুন এক সাহস অনুভব করেন। তিনি আর অপেক্ষা না করে নিজ উদ্যোগে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন-যে কর্মকাণ্ডটি তিনি গত ২০ বছরে কখনো করেননি।

শিরীনের নিজের ভাষায়-

"তারুণ্যের কণ্ঠস্বর-এ যুক্ত হওয়ার পর যতবার আমি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেছি, গত ২০ বছরেও আমি এতবার যাইনি।"

একজন শিরীন, কিন্তু পরিবর্তনটা সবার

শিরীনের এই ব্যক্তিগত পরিবর্তন শুধু তাকে নয়-তাদের পুরো তরুণ দলকেই নতুন আলো দেখিয়েছে। এখন-

তরুণরা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে,

সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করছে,

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবার মান পর্যবেক্ষণ করছে,

এবং স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি এক সম্প্রদায়ের মনোভাব ও আচরণগত পরিবর্তনের সূচনা, যা ভবিষ্যতে আরও অনেক তরুণ-তরুণীর জন্য পথ তৈরি করবে।

সফলতার গল্প-৪

আমেনার জীবনে পরিবর্তনের গল্প

২২ বছর বয়সী আমেনা ক্যাম্প-১৫-এর সাব-ব্লক জি-২ এ তার পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। স্বামী মোঃ এনাম উল্লাহ, বয়স ৩৫- পেশায় হেড মাঝি। তাদের তিন সন্তান- দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এফসিএন নম্বর ২২৩২৪৫, ঘর নম্বর ৯০৬। ২০২০ সালে বিয়ে হওয়ার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে সন্তান জন্ম নেওয়ায় আমেনা শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল খুবই সীমিত।

স্বেচ্ছাসেবী নাসিমার উদ্যোগ

একদিন নারীপক্ষ'র স্বেচ্ছাসেবী নাসিমা তাদের ঘরে যান পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য দিতে। তিনি নিয়মিতভাবে ক্যাম্প-১৫-এর নারীপক্ষ অফিসের হয়ে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় সহায়তা করেন।

আমেনার শারীরিক অবস্থা ও পারিবারিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাসিমা তাকে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব জানান। প্রথমে বিষয়টি শুনে আমেনা আগ্রহী হলেও স্বামীর মতামত নেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়।

স্বামীর ভুল ধারণা ও পরিবারের সংকট

পরিবার পরিকল্পনার কথা শুনে এনাম উল্লাহ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি আমেনাকে বকাঝকা করে জানান যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা 'পাপ' এবং তিনি এসব গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। তার এই আচরণে আমেনা ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান।

এই পরিস্থিতি নাসিমাকে জানালে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নেন। নারীপক্ষ'র উদ্যোগে পুরুষদের নিয়ে সচেতনতা সভা হয়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ভুল ধারণা দূর করা হয় এবং পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়।

সচেতনতা সভায় স্বামীর মনোভাবের পরিবর্তন

নাসিমা আমেনার স্বামীকে ওই সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং নিজেই সঙ্গে নিয়ে যান। সভায় পরিবার পরিকল্পনার স্বাস্থ্যগত, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

সভার অভিজ্ঞতায় এনাম উল্লাহর মনোভাব বদলে যায়। তিনি ফিরে এসে স্ত্রী আমেনাকে জানান যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তার ভুল ধারণা কেটে গেছে এবং এটি পরিবার ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সিদ্ধান্ত।

নারীবান্ধব কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ

স্বামীর সমর্থন পাওয়ার পর আমেনাকে নাসিমা একটি নারীবান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বয়স, স্বাস্থ্য এবং পরিবারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

পরবর্তীতে আমেনা একটি উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত সেবা নিতে শুরু করেন।

নতুন নিরাপদ জীবনের পথে আমেনা

বর্তমানে আমেনার ছোট সন্তানের বয়স ছয় মাস। পদ্ধতি গ্রহণের পর তিনি শারীরিকভাবে অনেকটাই সুস্থ, মানসিকভাবে শান্ত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশ্বস্ত। আগে অজ্ঞতার কারণে ঘন ঘন সন্তান হওয়া তার জীবনে চাপ বাড়িয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি জানেন কীভাবে নিজের স্বাস্থ্য ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে হয়।

নাসিমা আপার প্রতি তার গভীর কৃতজ্ঞতা- কারণ তিনিই ছিলেন সেই আলো, যিনি ভুল ধারণা ভেঙে আমেনাকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহস দিয়েছেন।

জ. শিক্ষা সফর

নারীপক্ষ'র বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের ভালো চর্চা ও শিক্ষণীয় জানার উদ্দেশ্যে ৩-৬ পৌষ ১৪৩১/১৮-২১ ডিসেম্বর ২০২৪ বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় 'তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' এর কাজের কৌশল জানা ও জেলাভিত্তিক তরুণ দল ও বিভিন্ন সেবাদানকারীদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়। উক্ত পরিদর্শনে নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মীসহ মোট ৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৯-২১ বৈশাখ ১৪৩২/২-৪ মে ২০২৫ নারীপক্ষ'র নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্পের কর্মএলাকা ধোবাউরা, ময়মনসিংহে তরুণ নারীদের শিক্ষণীয়ের অভিজ্ঞতা জানতে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিক্ষা সফরের ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকল্পগুলোর যে উদ্যোগগুলোর ফলে সফলতা এসেছে সেগুলোকে অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে বিস্তার করা যায় তার কৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, সকল তরুণদের মধ্যে একত্রিকরণ যুক্ততা তৈরিতে নেটওয়ার্ক স্থাপনের কৌশল তৈরি এবং এর মাধ্যমে নারীপক্ষ'র চিন্তা চেতনার বিস্তৃতি করার কৌশল জানা গিয়েছে।

ঝ. চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলার কৌশল

- ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশজুড়ে অস্থিরতা, অবিশ্বাস এবং গণউন্মাদনামূলক আচরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর ফলে জাতীয় পর্যায়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম আংশিকভাবে বিঘ্নিত হয়।
- নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর নারীপক্ষ ধর্মীয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোষ্ঠীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়, যা কার্যক্রম পরিচালনায় অতিরিক্ত সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে।
- সমাজে নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও একটি বড় কাঠামোগত বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মাসিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনায় তরুণীরা এখনো সংকোচ ও সামাজিক লজ্জাবোধের কারণে উন্মুক্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- স্থানীয় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও সীমিত শিক্ষা-দক্ষতার কারণে রোহিঙ্গা তরুণীদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক যৌনকর্মী নিরাপদ আশ্রয়, মনোসামাজিক সহায়তা এবং বিকল্প আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায় তাদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ঘনঘন বদলি এবং প্রশাসনিক জটিলতা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে যুদ্ধসন্তানদের তুলনামূলকভাবে কম সম্পৃক্ততা তাদের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তরুণদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং সংগঠনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি একটি কার্যকর পথ উন্মুক্ত করেছে। তবুও সামাজিক ও কাঠামোগত নানা প্রতিবন্ধকতা এখনো বিদ্যমান, যা অতিক্রম করতে সমন্বিত ও বহুমাত্রিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

যথাযথ কৌশল, অংশীদারিত্ব এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সহিংসতা প্রতিরোধে টেকসই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

ঞ. কর্মী সংবাদ

২০২৪-২০২৫ প্রতিবেদন সময়কালে প্রতিমাসে গড়ে ৪৪ জন কর্মী সাংগঠনিক ও প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মরত আছেন। এছাড়া, প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ায় ও অব্যাহতি নিয়ে চলে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা মোট ১৮ জন। জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৭ জন তরুণ নারী শিক্ষানবীশ নারীপক্ষ'র সাথে কাজ করেছে। নারীপক্ষ'র আদর্শ, মূল্যবোধ ও নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নতুন প্রজন্মের চেতনায় ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নারীপক্ষ'র শিক্ষানবীশদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নারীপক্ষ'র কর্মএলাকা

বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সহযোগী সংগঠন তালিকা

ক. নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচিঃ

নারী সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক-দুর্বার এর সকল সদস্য সংগঠন

খ প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পঃ

১. সংহতি-৮৬টি নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যৌনকর্মী সংগঠনের মানবাধিকার মোর্চা

২. উল্কা নারী সংঘ-ঢাকা

৩. কল্যাণময়ী নারী সংঘ-ঢাকা

৪. শুকতারা কল্যাণ সংস্থা(এসকেএস)-ময়মনসিংহ

৫. বঞ্চিতা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা-যশোর

৬. পরশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা-রংপুর

৭. অক্ষয় নারী সংঘ-নারায়ণগঞ্জ

৮. নারী জাগরণী সংঘ-বানিসান্তা, মংলা, খুলনা

৯. অবহেলিত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা-দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী

১০. আলোর প্রদীপ নারী উন্নয়ন সংস্থা-সৈয়দপুর, নীলফামারী

১১. নারী মুক্তি সংঘ-টাঙ্গাইল

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা ও অনুশীলন বিনিময় প্রকল্পঃ

১। বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ সংস্থা (বিএমকেএস), বরিশাল

২। মাল্টিপারপাস স্যোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এমসিডা), মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল

৩। ম্যানিফোল্ড এসিসট্যান্ট সেন্টার ফর বাংলাদেশ (ম্যাক), মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল

৪। প্রচেষ্টা, মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)

৫। চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)

৬। শাহেবগঞ্জ নারীদল, সিবিও, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

৭। তারুণ্যের কণ্ঠস্বর, সিবিপ, বরিশাল, বাকেরগঞ্জ

৮। স্যোসাল আপলিফ্টমেন্ট ভলান্টারি অর্গানাইজেশন (এসইউভিও), বরিশাল সদর

৯। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউমেন ডেভেলপমেন্ট, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল

ঘ. অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্পঃ

১. আদর্শ মানব সেবা সংস্থা, পটুয়াখালী সদর পটুয়াখালী

২. অন্বেষা সমাজ সেবা সংঘ, দশমিনা, পটুয়াখালী

৩. জাগো নারী, বরগুনা সদর, বরগুনা

৪. নজরুল স্মৃতি সংসদ (এনএসএস), আমতলী, বরগুনা

৫. সংকল্প ট্রাষ্ট, পাথরঘাটা, বরগুনা।

৬. বরিশাল মহিলা কল্যাণ সংস্থা, বরিশাল সদর, বরিশাল

৭. চিলড্রেন এন্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সাইডো) রাজাপুর, ঝালকাঠি।

৮. সেতু, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

৯. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি , নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা

১০. মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার

১১. ইয়ুথ পাওয়ার ইন বাংলাদেশ, ভোলা সদর, ভোলা।

ঙ. পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পঃ

১. বিকশিত নারী সংস্থা, সদর, গাজীপুর

২. আউচপাড়া জাগ্রত সমাজ কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৩. প্রথমা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৪. উদয়ন নারী কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৫. নব আলোক নারী মেলা, সদর, গাজীপুর

৬. সূর্যশিখা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৭. করবী নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৮. স্বপ্না যুব নারী সংস্থা, সদর, গাজীপুর

৯. অভিযাত্রা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১০. প্রভাতি গৃহায়ন নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১১. অগ্নিবীণা নারী কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১২. জাগরণী নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১৩. ব্রাইইট ফিউচার নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১৪. ধ্রুবতারা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১৫. গাজীপুর ফেডারেশন নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১৬. মহিলা সেবা সংঘ, গাজীপুর

১৭. চান্দরা মহিলা উন্নয়ন সমিতি, সদর, গাজীপুর

১৮. কলমেশ্বর নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

১৯. নাফিসা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,গাজীপুর

২০. পূর্ব ধীরাশ্রম দুস্থ নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর

২১. কালিয়াদহ আদর্শ মহিলা সমিতি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

২২. আগমনী মহিলা সমিতি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

২৩. কাতলাপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতি, সাভার

২৪. নবীন মহিলা সমিতি, সাভার

২৫. অবন্তী নারী কল্যাণ সমিতি, সাভার

২৬. বনপুকুর মহিলা সমিতি, সাভার

২৭. বংশাল মহিলা সমিতি, সাভার

২৮. পল্লী ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, সাভার

২৯. ভাস্ট, সাভার

চ. নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্পঃ

১. তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা, জামালপুর

২. স্যোসাল এসোশিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট, ময়মনসিংহ

৩. এফোর্টস ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ইরা), সুনামগঞ্জ

৪. ডিডিএস ফাউন্ডেশন, কাইখালী, পিরোজপুর

ছ. নারী ও যুব অধিকার অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পঃ

১. দূবার্র মহিলা সংস্থা, কিশোরগঞ্জ

২. স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা, শেরপুর

৩. সেবা বুটিক শপ, ফরিদপুর

৪. এ্যসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫. একতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, নাটোর

৬. পারিবারিক আয় উন্নয়ন মহিলা সংস্থা (ফিডা), লালমনিরহাট

৭. অগ্রযাত্রা মহিলা উন্নয়ন সমিতি, বাগেরহাট

৮. টিএমএসএস, বগুড়া

৯. হার্ড কোর পিপল ডেভলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এইচপিডিও), জয়পুরহাট

১০. ওয়েলফেয়ার এফোর্টস, ঝিনাইদহ

১১. জয়তী সোসাইটি, যশোর

১২. কান্ডারী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, গাইবান্ধা

নারীপক্ষ'র কাঠামো
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সংস্থাসমূহ

বর্তমানে নারীপক্ষ'র মোট সদস্য ১১২ জন, এর মধ্যে সাধারণ সদস্য ৮৪ জন ও প্রাথমিক সদস্য ২৮ জন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নারীপক্ষ'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ১১ জন। ২০২৪-২০২৫ সালে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ হলেন-

সভানেত্রী: গীতা দাস
প্রকল্প সম্পাদক: রীতা দাশ রায়
আন্দোলন সম্পাদক: সাফিয়া আজীম
প্রচার সম্পাদক: কে. এ জাহান রুমী
কোষাধ্যক্ষ: রেহানা সামদানী
সদস্য: তাসনীম আজীম
সদস্য: শিরীন পারভিন হক
সদস্য: ফিরদৌস আজীম
সদস্য: নাজমা বেগম
সদস্য: সাদাফ-সায-সিদ্দিকী
সদস্য: শামীম আরা

জাতীয় নেটওয়ার্ক

নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন: দুর্বার
যৌন কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে তৈরিকৃত মোর্চা- সংহতি
সজাগ কোয়ালিশন
রোহিঙ্গা নারীদের পাশে আমরা
ক্ষুব্ধ নারী সমাজ
নারীদিবস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস কমিটি
Citizen Initiatives for Domestic Violence (CIDV)
ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট
এসআর এইচআর সিএসও ফোরাম
সিটিজেনস প্ল্যাটফরম ফর এসডিজি'স বাংলাদেশ
শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম
হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কার জোট

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
Sex Workers Networkers and Allies South Asia (SWASA)
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)

আর্থিক সংস্থাসমূহ:

নারীপক্ষ আন্দোলন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সকল সংগঠন আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে:
Europian Union
Rutgers Netherlands
CAFOD
Amplify Change
Center for Reproductive Rights (CRR)
Foundation for a just Society Equality Fund (Canada)
IPAS

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

NARIPOKKHO
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 30 JUNE 2025

Particulars	Notes	Amount (Tk.) 2024-2025	Amount (Tk.) 2023-2024
PROPERTY AND ASSETS:			
FIXED ASSETS	4.00	12,449,191	12,326,771
INVESTMENT IN FDR- N P	5.00	27,851,266	26,112,272
INVESTMENT IN GOVT. TREASURY BONDS		10,000,000	-
INVESTMENT IN FDR- G F	6.00	2,553,177	2,367,053
CURRENT ASSETS:			
Advance, Deposit & Prepay.	7.00	2,207,537	3,925,623
Inventory		7,071	7,071
Loan to Various Project (C)	8.00	1,245,999	394,192
Salary Receivable from Project		781,302	488,479
Cash and Bank Balances	9.00	66,647,101	58,400,335
Total Taka:		**123,742,644**	**104,021,796**
FUND AND LIABILITIES:			
FUND ACCOUNT	10.00	113,984,316	89,930,436
GRATUITY FUND	11.00	4,822,190	4,801,862
CURRENT LIABILITIES:			
Loan from General Fund (C)	12.00	1,839,269	2,777,026
Provision for Expenses	13.00	2,217,904	3,986,953
Tax & VAT Payable		-	3,470
Liability for Expenses (Interest)		22,852	22,852
Loan from SPO		834,163	1,284,758
Outstanding Liability	14.00	-	1,202,149
Payable to Naripokkho		13,441	-
Bank Inte. Payable to Donor		8,510	12,289
Total Taka:		**123,742,644**	**104,021,796**

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

Sayema Hasnin
Deputy Director (Finance & Admin)
Naripokkho

President
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)
Senior Partner
Enrolment No.277

Dated, Dhaka
23 December 2025

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

NARIPOKKHO
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2025

Particulars	Notes	Amount (TK.) 2024-2025	Amount (TK.) 2023-2024
INCOME:			
Fund Received from Donor	15	72,448,978	97,974,765
Donor Grants	16	100,400,891	74,418,599
Honorarium Received		4,612,303	4,114,441
Donation Received		2,223,500	3,897,679
Members' Contribution		804,498	1,110,649
Interest on FDR		2,142,841	1,477,434
Other Income	17	1,481,639	1,385,207
Bank Interest		32,280	47,658
Received against Expanses of Different Project		3,212,485	2,564,951
Total Taka:		187,359,415	186,991,384
EXPENDITURE:			
Program Activities	18	52,979,733	59,228,869
Personnel Cost	19	31,305,468	26,817,085
Administrative Cost	20	13,728,540	20,305,991
Professional & Other Legal	21	575,923	420,529
Unutilized Fund Refund to Donor		91,273	
Fixed asset		-	-
Honorarium		-	4,416,240
Other Cost		1,387,788	1,584,306
Project Expense		59,131,903	73,419,217
Bank Charge		24,315	22,017
Excise Duty	5	27,450	21,950
Planning,Monitoring & Evaluation Learning Programme Coordination			
TDS		376,397	263,502
Depreciation	4	1,087,606	962,189
Total Expenditure:		160,716,395	187,461,892
Surplus/(Deficit) of Income over Exp.	10	26,643,020	(4,368,187)
Total Taka:		187,359,415	186,991,384

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

Sayema Hasnin
Deputy Director (Finance & Admin)
Naripokkho

President
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)
Senior Partner
Enrolment No.277

Toha Khan Zaman & Co. Chartered Accountants Dhaka

Dated, Dhaka
23 December 2025

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

NARIPOKKHO
CONSOLIDATED STATEMENT OF RECEIPT AND PAYMENT
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2025

Particulars	Notes	Amount (TK.) 2024-2025	Amount (TK.) 2023-2024
RECEIPTS:			
Opening Balance:			
Cash in Hand	10	20,000	20,000
Cash at Bank	10	58,380,334	56,606,225
Advance Realized	7	6,064,133	6,275,871
Loan Realized	8	3,094,003	6,677,048
Loan from Naripokkho	13	4,251,949	5,573,917
Fund Received from Donor	17	78,614,240	97,652,568
Donor Grants	18	90,866,200	74,418,599
Honorarium and Management Cost Received		4,612,303	4,114,441
Donation Received (Local)		2,223,500	3,897,679
Advance Received		8,208,467	13,422,190
Gratuity Deposited		-	1,027,303
Bank Interest		37,956	51,913
Service Charge	19	-	-
Members Contribution		804,498	1,110,649
Other Income	20	1,481,639	1,385,207
Advance Adjustment		1,420,366	-
Gratuity Interest Received		950,320	40,053
Received against Expanses of Different Project		3,212,485	2,564,951
Total Taka:		**264,242,394**	**274,838,614**
PAYMENTS:			
Program Activities	21	53,855,770	58,087,575
Personnel Cost	22	30,953,555	26,388,639
Administrative Cost	23	13,068,776	19,786,991
Honorarium		-	4,416,240
Fixed Asset		1,534,826	582,169
Advance Paid	7	15,648,798	18,022,448
Loan to Project	8	3,920,124	5,073,180
Loan Paid to Naripokkho	13	3,575,769	6,266,614
Provision Paid	14	2,503,207	3,244,410

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

Particulars	Notes	Amount (TK.) 2024-2025	Amount (TK.) 2023-2024
Project Expense		59,131,903	73,419,217
Gratuity Paid	12	1,101,454	289,440
Professional & Legal Exps.	24	575,923	420,529
Unutilized Fund Refund to Donor		1,041,170	-
Govt. Treasury Bond Purchase		10,000,000	-
Other Cost/ Overhead		585,620	408,308
Excise Duty		30,905	-
TDS		26,554	6,008
Bank Charge		40,937	26,513
Total Payments Tk.:		197,595,290	216,438,280
Closing Balance:			
Cash in Hand	10	20,000	20,000
Cash at Bank	10	66,627,101	58,380,334
Total Taka:		264,242,393	274,838,615

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

Deputy Director (Finance & Admin)
Naripokkho

President
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

(Toha Khan Zaman & Co.)
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)
Senior Partner
Enrolment No.277

Dated, Dhaka
23 December 2025

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: **মোঃ হাবিবুর রহমান**